৭৮৬
৯২

দাফনের পরে

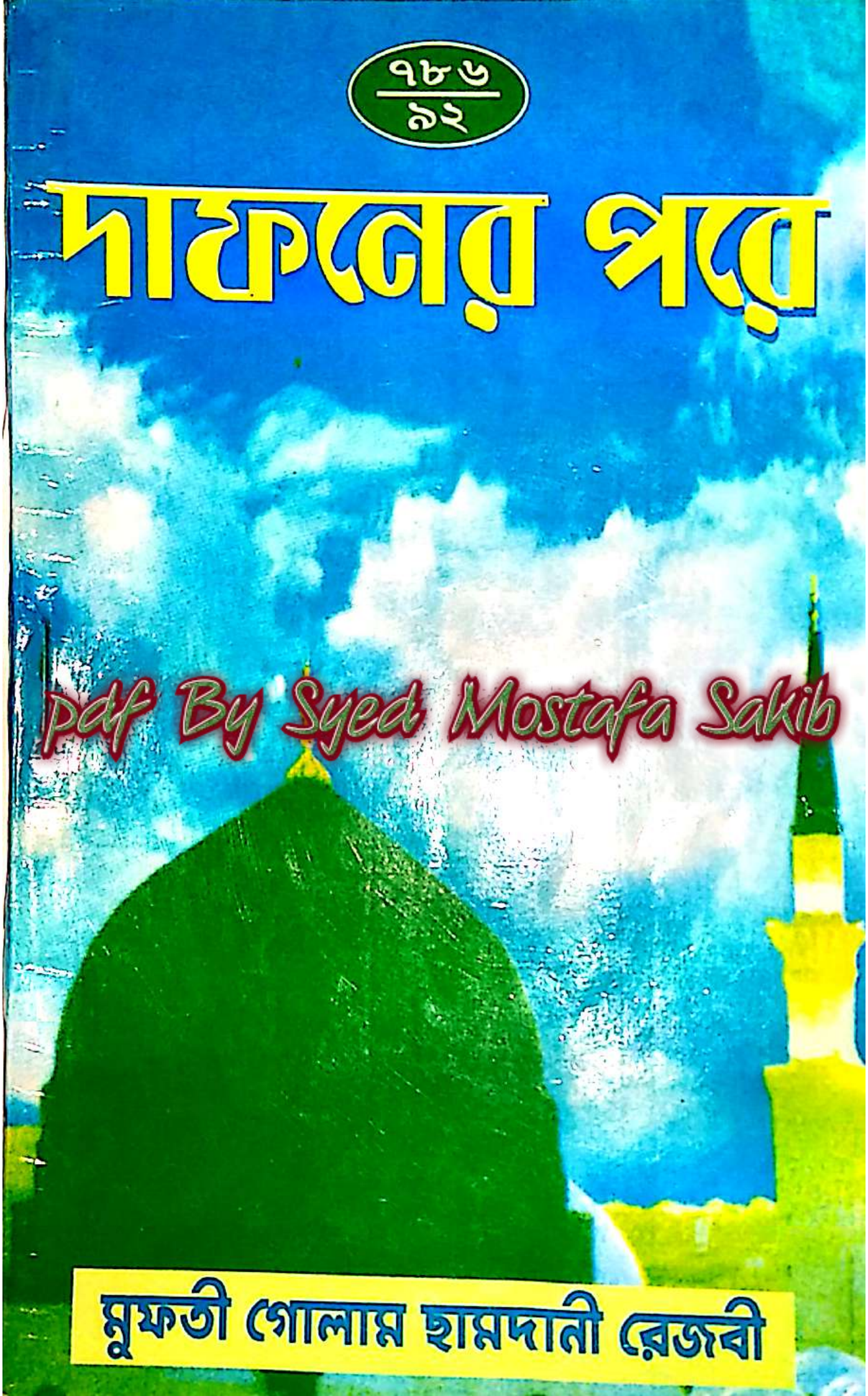

Pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী গোলাম হাম্মদানী রেজবী

৭৮৬/৯২

দাফনের পরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

বাড়ীর ফোন নং—৯৭৩৩৫০৩৮৯৫

মোবাইল নং—৯৭৩২৭০৪৩৩৮

"রেজবী খানাহ"

ইসলামপুর, কলেজ রোড

মুর্শিদাবাদ

প্রকাশক ঃ
মোহাম্মাদ ওরফ্ ইমরান উদ্দিন রেজবী
ইসলামপুর রোড
পোষ্ট—ইসলামপুর
জেলা—মুর্শিদাবাদ

প্রথম সংস্করণ ঃ ০১.০১.২০০৯

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

বিনিময় মূল্য ঃ কুড়ি টাকা মাত্র।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

ইম্পিরিয়াল বুক হাউস
৫৬নং কলেজ স্ট্রীট (কোলকাতা)
ও
নূর পাবলিকেশান্স ঃ—মুর্শিদাবাদ

কম্পিউটার কম্পোজ—নূর পাবলিকেশান্স,
প্রযত্নে ঃ—মৌলানা এম, এ, হলিম ক্বাদেরী
জরুর—মুর্শিদাবাদ, (মোবাইল—৯৭৩৩৯৩৬৪৯৪)

— ঃ দাফনের পরে ঃ—

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

১। মৃত্যু অনিবার্য্য ৫
২। ভাইকে সাহায্য করুন ৫
৩। কি ভাবে সাহায্য করিবেন ৬
৪। প্রথমে যাঁচাই করুন ৭
৫। দাফন করিবার পর ৮
৬। তালকীন সম্পর্কে হাদীস ৯
৭। কবরের কাছে আজান ১২
৮। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ১৪
৯। কবরের কাছে কতক্ষন ১৪
১০। সূরাহ ইয়াসীন সম্পর্কে ১৮
১১। কয়েকটি বিশস্ত কিতাব ১৮
১২। প্রথম ও দ্বিতীয় মসলা ১৯
১৩। তৃতীয় ও চথুর্ত মসলা ২০
১৪। দাফনের পর আজানের উপকারীতা ২২
১৫। কেবল নামাজের জন্য আজান নয় ২৫
১৬। আজানের মসলা নতুন নয় ২৬
১৭। এই আজান সর্বত্রে রহিয়াছে ২৬
১৮। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ২৮
১৯। তালকীনের জন্য প্রস্তুতি ২৮
২০। সূরাহ বাক্বারার প্রথম অংশ ২৯
২১। সূরাহ বাক্বারার শেষ অংশ ৩০
২২। সূরাহ ইয়াসীনের এক অংশ ৩১

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৩। দরূদে তাজ..... ৩২
২৪। তালকীন করিবার নিয়ম ৩৫
২৫। আরবী ভাষায় তালকীন ৩৬
২৬। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ৩৭
২৭। আরো কয়েকটি মসলা ৩৭
২৮। প্রথম মসলা ৩৮
২৯। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ৪০
৩০। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মসলা ৪১
৩১। কিছু কথা মনে রাখিবেন ৪৪
৩২। চালু করিয়া দিন ৪৬
৩২। সালামে রেজা ৪৮
৩৩। আমার শেষ কথা ৫২

জরুরী বিজ্ঞাপন

হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বালী; এই চারটি মাযহাবের সমষ্টিকে আহলে সুন্নাত বলা হইয়া থাকে। যাহারা এই চার মাযহাবের বাহিরে চালিয়া থাকে তাহারা শরীয়তের নজরে গোমরাহ্ – পথভ্রষ্ট। বর্তমানে জাকির নায়েক নামের নামকরা লোকটি হইলেন এই গোমরাহ্ সম্প্রদায়ের একজন অন্যতম ব্যক্তি। লোকটির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে টেলিভিশনের একটি চ্যানেল থেকে। ইতিপূর্বে গোমরাহ্ সম্প্রদায়ের লোকেরা পর্যন্ত তাহাকে চিনতনা। কিছু ব্যবসিক মানুষ তাহার কিছু বই পুস্তককে খুব ফলাও করিয়া বাজার গরম করিবার চেষ্টা করিতেছে। হানাফী ভাইগণ, খুব সাবধান! জাকির নায়েক হইলেন ওহাবী লামাযহাবী তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের একজন গোমরাহ্ লোক। তাহার কোন কথার প্রতি কর্ণপাত করা আদৌ উচিত নয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على

سيد المرسلين اعنى محمدا عليه السلام

[মৃত্যু অনিবার্য]

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন —

"كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ"

প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে।

মহাকৌশুলী - আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ মৃত্যুকে এমনই অনিবার্য করিয়া দিয়াছেন যে, কেহ তাহা অস্বীকার করিতে পারেনা। যাহারা না নবীকে মানিয়া থাকে, না কুরয়ানকে মানিয়া থাকে, এমনকি আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করিয়া থাকেনা কিন্তু তাহারা মৃত্যুকে কোন সময় অবিশ্বাস করিতে পারেনা। সুতরাং যখন মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের কাহারো রেহাই নাই; তখন আমাদের উচিত, মরণের কথা সব সময় স্মরন রাখিয়া চলা।

ভাইকে সাহায্য করুন

আমার সুন্নী ভাই! আপনি আপনার সুন্নী ভাইকে সাহায্য করুন। ইনশা আল্লাহ, আপনি যথা সময়ে সাহায্য পাইবেন। এই জগৎ একদিন ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু সবাই এক সঙ্গে নয়। কেহ আগে যাইবে আবার কেহ পরে যাইবে। যে আগে যাইবে তাহাকে সবাই শেষ বিদায় দিবে। এই শেষ বিদায়ের সময় শেষ বারের মত প্রাণ খুলিয়া সাহায্য করিতে হইবে। যে বিদায়ের

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরে মানুষ ফিরিয়া আসিয়া থাকে সেই বিদায়ের পরে বিদায় কারীরা কত না চোখের পানি ফেলিয়া থাকে। ট্রেনে, বাসে ও জাহাজে উঠাইয়া দিয়া বিদায় করতঃ ট্রেন, বাস ও জাহাজের দিকে তাকাইয়া থাকে। অতি কষ্ট করিয়া চোখের পানি মুছিতে মুছিতে বাড়ির দিকে ফিরিয়া আসিয়া থাকে। অথচ আজ আপনি যাহাকে বিদায় দেওয়ার জন্য কবরের কাছে লইয়া যাইতেছেন তিনি তো আর কোন দিন ফিরিয়া আসিবেনা। তবে তাহাকে কবর ট্রেনে তুলিয়া দিয়া এত তাড়া তাড়ি ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছেন কেন?

দাফনের পর আমাদের করনীয় কি? সে সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যে নির্দেশ দিয়াছেন সেগুলির প্রতি পূর্ণ আমল করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই হইবে ভাইকে উপযুক্ত ভাবে শেষ বারের মত বিদায় দেওয়া।

কি ভাবে সাহায্য করিবেন!

যে ব্যক্তি নিজে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে, কেবল অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষি, সে কেবল সাহায্য পাইবার আশা করিয়া থাকে। সাহায্যকারীকে দেখিয়া থাকেনা যে, বড় মাপের মানুষ না হইলে তাহার সাহায্য নিবনা। সূতরাং আপনি যেই হউন না কেন, কেবল সাহায্য করিবার জন্য দাঁড়াইয়া যান। ইনশা আল্লাহ, আপনার সাহায্য কবরবাসীর কাজ হইবে। মাওলানা, মৌলবী ও মুফতী হইবার প্রয়োজন নাই। ইহারা উপস্থিত থাকিলে উত্তম হইবে। উপস্থিত না থাকিলে আপনি যথেষ্ট। মাষ্টার ও ডাক্তার বলিয়া, উকীল ও ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া পিছাইয়া থাকিবেন না। এখন যাহাকে দাফন করিয়াছেন তিনি তো আপনার পিতা অথবা পুত্র, কিংবা নিজস্ব কোন আত্মীয় অথবা প্রতিবেশিদের একজন। কেহ না হইলেও কমপক্ষে একজন সুন্নী ভাই। সূতরাং আপনি লজ্জা না করিয়া আমার বইটি হাতে করিয়া নিন এবং যে নিয়ম বলিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই নিয়মে উচ্চস্বরে পাঠ করিতে থাকুন।

প্রথমে যাঁচাই করুন

আমার যে বইটি আপনার হাতে রহিয়াছে, তাহা যাঁচাই করিবার পূর্বে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি — আপনি কে? প্রথমে আপনি নিজেকে যাঁচাই করুন যে, আপনি কে? যদি আপনি ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি জামায়াতের মধ্যে কোন জামায়াতের মানুষ হইয়া থাকেন, তাহাহইলে আমি আমার বইটির সম্পর্কে কোন পরামর্শ দিবনা। আর যদি আপনি হানাফী মাযহাবের মানুষ হইয়া থাকেন এবং সেই সঙ্গে মাসলাকে আ'লা হজরত মানিয়া সুন্নী হইয়া থাকেন, তাহাহইলে আমার পরামর্শ ইহাই যে, আমার বইটির সম্পর্কে অথবা বইটির কোন মসলা সম্পর্কে যদি আপনার সন্দেহ আসিয়া যায়, তাহাহইলে আমার সুন্নী উলামাদের কাছ থেকে অবশ্যই যাঁচাই করিয়া নিবেন। যদি কোন মসলাতে তাঁহারা দ্বিমত করিয়া থাকেন, তাহাহইলে আমার হায়াত পর্যন্ত আমাকে জ্ঞাত করিয়া মীমাংসা করিয়া নিবেন। ইনশা আল্লাহ তায়ালা আমাদের ভুল বুঝা বুঝির অবসান ঘটিয়া যাইবে। যেটি সঠিক হইবে ঠিক সেটি আপনাদের সামনে দাঁড়াইয়া যাইবে। আর আপনাদের মধ্যে কোন প্রকার দলাদলি থাকিবেনা। সাবধান! খুব সাবধান! কোন সময় কোন মসলা লইয়া কোন ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত ইত্যাদি বাতিল ফিরকার আলেমদের কাছে যাঁচাই করিতে যাইবেন না। কারণ, ইহাতে ফিৎনা হইবে। আর আপনি যতটুকু সুন্নী রহিয়াছেন, খুবই সম্ভব ততোটুকু সুন্নী থাকিতে পারিবেন না। আবার হইতে পারে যে, আপনি শেষ পর্যন্ত ওহাবী হইয়া গোমরাহ হইয়া যাইবেন। যদি শত শত সুন্নী আলেম উলামাদের প্রতি আপনার বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয় সুন্নী নহেন। অবশ্যই আপনি আপনাকে সুন্নী মনে করিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাফন করিবার পর

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন —

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا مَاتَ اَحَدُ كُمْ فَلَا تَحْبِسُوْهُ وَاَسْرِعُوْا بِهٖ اِلٰى قَبْرِهٖ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَاْسِهٖ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ

আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যখন তোমাদের কেহ মরিয়া যাইবে তখন তাহাকে (অকারনে বেশিক্ষন) রাখিয়া দিবেনা এবং তাহাকে শীঘ্র কবরের দিকে লইয়া যাইবে এবং (দাফনের পর) তাহার মাথার কাছে 'সূরাহ বাক্বারার' প্রথমাংশ এবং তাহার দুই পায়ের কাছে 'সূরাহ বাক্বারার' শেষাংশ পাঠ করিবে। (মিশকাত শরীফ ১৪৯ পৃষ্ঠা, শরহুস্ সুদূর ১৫২ পৃষ্ঠা)

হজরত আব্দুর রহমান ইবনো আলা ইবনো লাজলাজ বলিয়াছেন—

" قَالَ لِىْ اَبِىْ يَا بُنَىَّ اِذَا وَضَعْتَنِىْ فِىْ لَحْدِىْ فَقُلْ بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سُنَّ عَلَىَّ التُّرَابَ سَنًّا ثُمَّ اِقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِىْ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ"

আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন — প্রিয় পুত্র! যখন তুমি আমাকে কবরে রাখিয়া দিবে তখন বলিবে — বিস্ মিল্লাহি অ আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। তারপর আমার উপর আস্তে আস্তে মাটি দিবে। তারপর আমার মাথার নিকটে সূরাহ বাক্বারার প্রথমাংশ এবং উহার শেষাংশ পাঠ করিবে। নিশ্চয় আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি। (শরহুস্ সুদূর ১৫২ /১৫৩ পৃষ্ঠা)

'আল্ আযকার' কিতাবের ১৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে —

"اِنَّ ابْنَ عُمَرَ اِسْتَحَبَّ اَنْ يُقْرَأَ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ اَوَّلُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا"

নিশ্চয় ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু দাফনের পরে কবরের কাছে সূরাহ বাক্বারার প্রথমাংশ ও শেষাংশ পাঠ করা পছন্দ করিয়াছেন।

সূরাহ বাক্বারার প্রথমাংশ বলিতে — 'আলিফ লাম মীম' হইতে 'মুফলিহুন' পর্যন্ত এবং শেষাংশ বলিতে — 'আমানার রাসূলু' হইতে শেষ পর্যন্ত। পরে এই অংশগুলি উচ্চারণ সহ লেখা হইবে।

তালকীন সম্পর্কে হাদীস

হজরত আবু উমামা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন —

اِذَا مَاتَ اَحَدٌ مِّنْ اِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابَ فَلْيَقُمْ اَحَدُكُمْ عَلٰى رَأْسِ قَبْرِهٖ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةٍ فَاِنَّهٗ يَسْمَعُهٗ وَلَا يُجِيْبُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةٍ فَاِنَّهٗ يَسْتَوِىْ قَاعِدًا ثُمَّ يَقُوْلُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةٍ فَاِنَّهٗ يَقُوْلُ اَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ وَلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ فَلْيَقُلْ اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَّا

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — হজরত হাওয়া আলাইহিস্ সালামের দিকে সম্বোধন করিয়া বলিবে — হে হাওয়ার পুত্র! হাদীসটি ইমাম তিবরানী কাবীরের মধ্যে ও ইবনো মানদাহ বর্ণনা করিয়াছেন। (সহীহুল বিহারী ৮৪৮/৯১২ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত হাদীসটি 'আল্ আযকার' কিতাবের ১৩৮ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্তরূপ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে —

"اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهٖ يَقِفُ عِنْدَ رَأْسِهٖ وَيَقُوْلُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَ اُذْكُرِ الْعَهْدَ الَّذِىْ خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ قُلْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْقُرْآنِ اِمَامًا وَبِالْمُسْلِمِيْنَ اِخْوَانًا رَبِّىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ"

যখন তাহার দাফন থেকে বিরত হইবে তখন তাহার মাথার নিকটে দাঁড়াইয়া বলিবে — অমুকের পুত্র অমুক! স্মরণ করো সেই প্রতিশ্রুতি, যাহার উপর থাকিয়া তুমি দুনিয়া থেকে বাহির হইয়া গিয়াছো — শাহাদাত আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকালাহু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অ রসুলুহু অ আন্নাস্ সায়াতা আতিয়াতুন লা রাইবা ফীহা অ আন্নাল্লাহা ইয়াব আসু মান

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّ بِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا فَاِنَّ مُنْكَرًا وَّ نَكِيْرًا يَا خُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهٖ وَ يَقُوْلُ اِنْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ لُقِّنَ حُجَّتَهٗ فَيَكُوْنُ اللّٰهُ حَجِيْجُهٗ دُوْنَهُمَا قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ يُعْرَفْ اُمُّهٗ قَالَ يُنْسَبُهٗ اِلٰى حَوَّآءَ يَا فُلَانَ بْنَ حَوَّاءَ رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ وَابْنُ مَنْدَةَ

যখন তোমাদের ভাইদের মধ্যে কেহ মরিয়া যাইবে এবং তোমরা তাহার উপর মাটি দিয়া দিবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেহ কবরের মাথার কাছে দাঁড়াইয়া যাইবে। তারপর বলিবে — অমুকের পুত্র অমুক! নিশ্চয় কবরবাসী ইহা শুনিতে পাইবে কিন্তু উত্তর দিবেনা। তারপর বলিবে — অমুকের পুত্র অমুক! নিশ্চয় কবরবাসী সোজা হইয়া বসিবে। তারপর বলিবে — অমুকের পুত্র অমুক। এইবার কবরবাসী বলিবে — আমাকে হিদায়েত করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতি করুনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তোমরা ইহা অনুভব করিতে পারিবেনা। এইবার বলিবে — তুমি স্মরণ করো সেই শাহাদাত যাহার উপর থাকিয়া তুমি দুনিয়া থেকে চলিয়া গিয়াছো — লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অ রাসুলুহু অ ইন্নাকা রাদীতা বিল্লাহি রব্বাঁউ অবিল ইসলামি দ্বীনাঁউ অবি মুহাম্মাদিন নাবীয়াঁউ অবিল কুরয়ানে ইমামা। নিশ্চয় মুনকার ও নাকীর দুইজনে একে অন্যের হাত ধরিয়া বলিবে — চলো আমার সঙ্গে। আমরা তাহার নিকটে কেন বসিবো যাহাকে দলীল শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাহারা দুইজন ছাড়া আল্লাহ তায়ালা হইবেন তাহার দলীল। এক ব্যক্তি বলিয়াছেন — ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি তাহার মাতার নাম জানা না থাকে?

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফিল কুবূর কুল রাদীতু বিল্লাহি রব্বান, অবিল ইসলামে দ্বীনান, অবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নাবীয়ান, অবিল কায়াবাতি কিবলাতান, অবিল কুরয়ানি ইমামান, অবিল মুসলিমীনা ইখওয়ানান, রব্বী আল্লাহু, লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, অহুয়া রব্বুল আরশিল আজীম।

আরো প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত হাদীসটি কিছু ভাষা পরিবর্তনে সরকারে বাগদাদ শায়েখ আব্দুল ক্বাদের জিলানী রহমা তুল্লাহি আলাইহির কিতাব গুনিয়াতুত্ তালেবীন মুতার্জামের ৫৮৫ পৃষ্ঠায়, এবং আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী রহমা তুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে 'রূহুল বা- ইয়ান' এর পঞ্চম খন্ডে ১৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন। এইগুলি ছাড়াও আরো অনেক নির্ভর যোগ্য কিতাবে তালকীনের হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

কবরের কাছে আজান

দাফনের পরে কবরের কাছে যে আজান দেওয়া হইয়া থাকে সেই সম্পর্কে সহীহুল বিহারী কিতাবের ৯১৩ পৃষ্ঠায় হাদীসগুলি যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঠিক সেই ভাবে হাদীসগুলি নকল করিয়া দেওয়া হইতেছে।

بَابُ الْاَذَانِ عَلَى الْقَبْرِ لِدَفْعِ عَذَابِ اللهِ

আল্লাহর আযাব দূর করিবার জন্য কবরের কাছে আজানের অধ্যায়—

" عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اُذِّنَ فِىْ قَرْيَةٍ اَمَنَهَا اللهُ مِنْ عَذَابِهٖ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ"

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যখন কোন গ্রামে আজান দেওয়া হইয়া থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা সেই গ্রামকে সেই দিন তাহার আযাব থেকে নিরাপদ করিয়া দিয়া থাকেন।

بَابُ الْاَذَانِ عَلَى الْقَبْرِ لِدَفْعِ الْحُزْنِ

দুঃখ দুর করিবার জন্য কবরের কাছে আজানের অধ্যায়

"عَنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ الْمُرْتَضٰى كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهٗ قَالَ رَاَنِىْ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِيْنًا فَقَالَ يَا اِبْنَ اَبِىْ طَالِبٍ اِنِّىْ اَرَاكَ حَزِيْنًا فَمُرْ بَعْدَ اَهْلِكَ يُؤَذِّنْ فِىْ اُذُنِكَ فَاِنَّهٗ دِرْءٌ لِّلْهَمِّ"

হজরত আমীরুল মু'মিনীন আলী মুরতাজা কার্রামাল্লাহু অজ্হাহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে দুঃখিত অবস্থায় দেখিয়াছেন। সূতরাং বলিয়াছেন — আবু তালেবের পুত্র! নিশ্চয় আমি তোমাকে দুঃখিত অবস্থায় দেখিতেছি। অতএব, তুমি তোমার কোন আত্মীয়কে হুকুম দিয়া দাও যে, সে তোমার কানে আজান দিয়া দিবে। নিশ্চয় আজান দুঃখ দুর করিয়া থাকে।

بَابُ الْاَذَانِ عَلَى الْقَبْرِ لِدَفْعِ الْوَحْشَةِ

ভয় দুর করিবার জন্য কবরের কাছে আজানের অধ্যায়

"عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَزَلَ اٰدَمَ بِالْهِنْدِ وَاسْتَوْحَشَ فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فَنَادٰى بِالْاَذَانِ"

হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি বলিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন মুর্দাকে দাফন করিয়া বিবৃত হইতেন তখন তিনি তাহার কাছে দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং বলিতেন— তোমরা তোমাদের ভায়ের জন্য মাগফেরাত চাও এবং তাহার জন্য আল্লাহর নিকটে কালেমায় শাহাদাতের উপর দৃঢ় থাকিবার দোওয়া করো। কারণ, এখনই তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে। (আল্ আযকার ১৩৭ পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফ ২৬ পৃষ্ঠা)

عَنْ عَمْرِبْنِ الْعَاصِ قَالَ لِابْنِهٖ وَ هُوَ فِیْ سِیَاقِ الْمَوْتِ اِذَا اَنَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبْنِیْ نَائِحَةٌ وَّلَا نَارٌ فَاِذَا دَفَنْتُمُوْنِیْ فَشُنُّوْا عَلَیَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ اَقِیْمُوْا حَوْلَ قَبْرِیْ قَدْرَمَا یُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَیُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتّٰی اَسْتَاْنِسَ بِکُمْ وَاَعْلَمُ مَا اُرْجِعُ بِهٖ رُسُلَ رَبِّیْ

হজরত আমর ইবনো আস্ মৃত্যু কালে তাহার পুত্রকে বলিয়াছেন — যখন আমি মরিয়া যাইব, তখন আমার সঙ্গে না কোনো রোদনকারী রমণী যাইবে, না কোনো আগুন। তারপর যখন তোমরা আমাকে দাফন করিবে তখন আমার উপরে কম কম করিয়া মাটি দিবে। তারপর আমার কবরের চারি দিকে দাঁড়াইয়া যাইবে যতক্ষন একটি উটকে জবাহ (নহর) করিয়া উহার মাংস বিতরণ করিতে সময় লাগিয়া থাকে। শেষ পর্যন্ত আমি তোমাদের থেকে শান্তি লাভ করিব এবং আমি তাহা জানিয়া লইব যাহা দ্বারা আমি আমার আল্লাহর দূতগুলিকে ফিরাইয়া দিব। (মিশকাত ১৪৯ পৃষ্ঠা, আল্ আযকার ১৩৯ পৃষ্ঠা)

তিনি বলিয়াছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — হজরত আদম আলাইহিস্ সালাম হিন্দুস্তানে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তিনি ভয় করিয়াছেন। সুতরাং হজরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তিনি আজান দিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'জামেউর রাজবী বা সহীহুল বিহারী' কিতাবখানা লিখিয়াছেন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর শাগরিদ আল্লামা জাফরুদ্দীন বিহারী রহমা তুল্লাহি আলাইহিমা। এই কিতাবের মধ্যে হানাফী মাযহাব ও মাসলাকে আ'লা হজরত এর সপক্ষে সারা দুনিয়ার হাদীসগুলি একত্রিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে (৯২৮৭) নয় হাজার দুই শত সাতাশিটি হাদীস। আমার মাননীয় সুন্নী আলেম ও তালিবে ইল্মদিগকে এই কিতাবটি সংগ্রহ করিবার জন্য হাজার বার অনুরোধ করিতেছি।

কবরের কাছে কতক্ষন ?

হাদীস পাকে দাফনের পরে কবরের কাছে দীর্ঘক্ষন থাকিয়া দোওয়া দরুদ পাঠ করিবার প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস ও উলামায়ে কিরামদিগের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"عَنْ عُثْمَا نَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَیِّتِ وَقَفَ عَلَیْهِ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِیْکُمْ وَاسْئَلُوْا اللّٰهَ لَهٗ اِلتَّثْبِیْتَ فَاِنَّهٗ الْآنَ یُسْأَلُ"

হজরত উসমান গণী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম নবুবী 'আল্ আযকার' এর মধ্যে বলিয়াছেন —

" يَسْتَحِبُّ اَنْ يَقْعُدَ عِنْدَهُ بَعْدَ الْفِرَاغِ سَاعَةً قَدْرَمَا يُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا وَيَشْتَغِلُ الْقَاعِدُوْنَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَالْوَعْظِ وَحِكَايَاتِ اَهْلِ الْخَيْرِ وَ اَخْبَارِ الصَّالِحِيْنَ "

দাফনের পরে কবরের নিকটে যতক্ষন একটি উঁটকে নহর করিয়া উহার মাংস বিতরণ করিতে সময় লাগিয়া থাকে ততক্ষন বসিয়া থাকা এবং কুরয়ান শরীফ তিলাওয়াত করিতে, মাইয়াতের জন্য দোওয়া করিতে, ওয়াজ নসীহত এবং নেকলোকদের ও আউলিয়ায় কিরামদিগের জীবনী আলোচনাতে মশগুল থাকা মুস্তাহাব।

'কিতাবুর রূহ' এর ১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে —

" وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ لسَّلَفِ اَنَّهُمْ اَوْصُوْا اَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ قُبُوْرِهِمْ وَقْتَ الدَّفْنِ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يُرْوىٰ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اَمَرَ اَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ قَبْرِهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

নিশ্চয় পূর্ববর্তীগনের একটি জামায়াতের কাছ থেকে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাহারা অসীয়ত করিয়া গিয়াছেন যে, দাফনের সময়ে তাহাদের কবরের কাছে কুরয়ান শরীফ পাঠ করিবে। হজরত আব্দুল হক্ব বলিয়াছেন — বর্ণিত হইয়াছে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু তাহার কবরের কাছে সূরাহ বাক্বারাহ পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

উক্ত কিতাবের ১১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে —

"قَالَ الْحَسَنُبْنُ الصَّبَاحِ الزَّعْفَرَانِىُ سَأَلْتُ الشَّافِعِىَّ عَنِ الْقِرَأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ فَقَالَ لَا بَاسَ بِهَا"

হজ্বরত হাসান ইবনো সাবাহ যায়াফ রানী বলিয়াছেন — আমি ইমাম শাফয়ীকে কবরের নিকটে কুরয়ান পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন — ইহাতে কোন দোষ নাই।

হজরত জালালুদ্দিন সীউত্বীর 'শরহুস্ সুদূর' কিতাবের ৪০৩ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে—

"وَاِنْ خَتَمُوْا الْقُرْآنَ عَلَى الْقَبْرِ كَانَ اَفْضَلُ وَكَانَ الْاِمَامُ اَحْمَدُبْنُ حَنْبَلٍ يُنْكِرُ ذٰلِكَ اَوَّلًا حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْهُ فِيْهِ اَثَرٌ ثُمَّ رَجَعَ حِيْنَ بَلَغَهُ"

যদি তাহারা কবরের কাছে সম্পূর্ণ কুরয়ান খতম করিয়া থাকে, তাহা হইলে উত্তম হইবে। ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল প্রথমতঃ যখন এই সম্পর্কে তাঁহার নিকট কোন হাদিস পৌছায় নাই তখন ইহা অস্বীকার করিয়াছিলেন। তারপর যখন তাহার নিকটে হাদীস পৌছিয়া গিয়াছে তখন মানিয়া নিয়াছেন।

উক্ত কিতাবের ৪০৫ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে—

"وَفِىْ فَتَاوىٰ قَاضِىْ خَانْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عِنْدَ الْقُبُوْرِ فَاِنْ نَوٰى بِذٰلِكَ اَنْ يُؤْنِسَهُمْ صَوْتُ الْقُرْآنِ فَاِنَّهُ يَقْرَأُ وَاِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذٰلِكَ فَاللهُ يَسْمَعُ الْقِرَأَةَ حَيْثُ كَانَتْ"

pdf By Syed Mostafa Sakib

হানাফী মাযহাবের কিতাব ফাতাওয়ায় কাজী খানের মধ্যে রহিয়াছে— যে ব্যক্তি কবরের নিকটে কুরয়ান শরীফ পাঠ করিবে, সে যদি নিয়াত করিয়া থাকে যে, কুরয়ানের শব্দ মুর্দাদের শান্তি দিবে, তাহা হইলে নিশ্চয় সে পাঠ করিবে। আর যদি এই উদ্দেশ্য না করিয়া থাকে, তাহা হইলে যতক্ষন কিরাত হইবে আল্লাহ শুনিবেন।

সূরাহ 'ইয়াসীন' সম্পর্কে

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে—

"اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ يٰسٓ خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ وَكَانَ بِعَدَدِ مَنْ فِيْهَا حَسَنَاتٌ"

নিশ্চয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন— যে ব্যক্তি কবর স্থানে প্রবেশ করিবে সে সূরাহ 'ইয়াসীন' পাঠ করিবে। ইহাতে আল্লাহ তায়ালা কবরবাসীদের আযাবকে হাল্কা করিয়া দিবেন। আর কবরস্থানের মুর্দাদের সংখ্যায় তাহার সওয়াব হইবে। (শরহুস্ সুদুর ৪০৪ পৃষ্ঠা)

কয়েকটি বিশস্ত কিতাব

বর্তমানে উলামায় আহলে সুন্নাতের নিকটফাতাওয়ায় রেজবীয়া, বাহারে রীয়ত, কানুনে শরীয়ত ও জান্নাতী জেওর ইত্যাদি কিতাবগুলি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভর যোগ্য। এই কিতাবগুলি সুন্নী আলেম উলামা ও তালেব তুলাবাদের হাতের কাছে সব সময় থাকে। সূতরাং এ পর্যন্ত হাদীসের আলোকে যে সমস্ত মসলার দিকে ইংগিত করা হইয়াছে সেগুলি এই কিতাবগুলির উদ্ধৃতিতে লেখা হইতেছে। অবশ্য সময়ের অভাবে সমস্ত কিতাবগুলির উদ্ধৃতি প্রদান করা সম্ভব হইবেনা।

প্রথম মসলা

মুস্তাহাব ইহাই যে, দাফনের পরে কবরের কাছে সূরাহ বাক্বারার প্রথম ও শেষ পাঠ করিবে। মাথার দিকে 'আলিফ লাম মীম' হইতে 'মুফলিহুন' পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে 'আমানার রাসুলু' থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিবে। (বাহারে শরীয়ত চতুর্থ খন্ড ১৩১ পৃষ্ঠা, কানুনে শরীয়ত প্রথম খন্ড ১৩০ পৃষ্ঠা, জান্নাতী জেওর ২৪৬ পৃষ্ঠা, নিজামে শরীয়ত ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

এই মসলাটি সম্পর্কে 'মিরাতুল মানাজীহ' দ্বিতীয় খন্ড ৪৯৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে — দাফনের পরে কবরের মাথার দিকে 'আলিফ লাম মীম' হইতে 'মুফলিহুন' পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে 'আমানার রাসুল' থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করুন। কারণ, যেমন মরনের সময় 'সূরাহ ইয়াসীন' পাঠ করায় কষ্ট কম হইয়া থাকে তেমনই দাফনের পরে এই রুকু পাঠ করায় কবরের কঠিনতা সহজ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় মসলা

দাফনের পর কবরের কাছে এতক্ষন পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকা মুস্তাহাব যতক্ষন সময়ে একটা উটকে জবাহ করিয়া উহার মাংস বিতরন করিয়া দিতে সময় লাগিয়া থাকে। কারণ, কবরের কাছে মানুষদের থাকায় মুর্দার শান্তিলাভ হইবে এবং মুনকার ও নাকীরের জবাব দিতে ভয় হইবে না এবং এতক্ষন পর্যন্ত বিলম্ব করিয়া কুরয়ান শরীফ তিলাওয়াত ও মুর্দার জন্য দুয়া ও ইস্তিগফার করিবে এবং এই দুয়া করিবে যে,মুনকার ও নাকীরের জবাব দিতে দৃঢ় থাকে। (বাহারে শরীয়ত চতুর্থ খন্ড ১৩১ পৃষ্ঠা)

মিরাতুল মানাজীহ প্রথম খন্ড ১৩৯ পৃষ্ঠায় একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে — আমাদের এখানে রেওয়াজ রহিয়াছে যে, দাফন করে সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ফিরিয়া আসেনা, বরং কবরের চারিদিকে গোল হইয়া দাঁড়াইয়া কিছু পাঠ করিয়া বখশাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং মুর্দার জন্য দুয়া করা হইয়া থাকে। এই সবের উৎস হইল এই হাদীস। এই সমস্ত কাজগুলি হইল সুন্নাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় মসলা

দাফনের পরে মুর্দাকে তালকীন করা আহলে সুন্নাতের নিকট জায়েজ। (জাওহারা) আর এই যে, কিছু কিতাবে রহিয়াছে যে, তালকীন করা হইবে না, ইহা মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের মাযহাব। উহারা আমাদের কিতাবগুলিতে এই কথাগুলি বেশি করিয়া দিয়াছে। (জান্নাতী জেওর ২৪৯ পৃষ্ঠা) বাহারে শরীয়তের চতুর্থ খন্ডে ১৩৪/১৩৫ পৃষ্ঠায় সামান্য ভাষা পরিবর্তনে একই কথা বলা হইয়াছে। কেবল তাই নয়, এই কিতাব গুলিতে তালকীন করিবার নিয়ম বলিয়া দেওয়া রহিয়াছে।

চতুর্থ মসলা

দাফনের পর কবরের কাছে আজান দেওয়া জায়েজ - মুস্তাহাব। উলামায় আহলে সুন্নাতের যে সমস্ত কিতাবে দাফনের পর আজান দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে সেই কিতাবগুলির খন্ড ও পৃষ্ঠা প্রদান করা হইতেছে। আশাকরি আপনি আশ্চর্য হইয়া যাইবেন এবং এই মসলা মানিয়া লইতে আপনার কোন প্রকার আপত্তি থাকিবেনা। অবশ্য আপনার খাঁটি সুন্নী হওয়া শর্ত।

(১) রদ্দুল মুহতার দ্বিতীয় খন্ড ২৩৫ পৃষ্ঠা। এই কিতাব খানা সুন্নী ও দেওবন্দী বিতর্কের বহু উর্ধে।

(২) সহীহুল বিহারী ৯১৩ পৃষ্ঠা। ইহা একটি হাদীসের কিতাব। এই কিতাবের মধ্যে নয় হাজার দুইশত সাতাশিটি হাদীস রহিয়াছে।

(৩) তিবইয়ানুল কুরয়ান পঞ্চম খন্ড ২২২ পৃষ্ঠা। ইহা একটি তাফসীরের কিতাব। যাহা ১২ খন্ডে সমাপ্ত।

(৪) নুজহাতুল ক্বারী শরহে বোখারী তৃত্বীয় খন্ড ১০৩ পৃষ্ঠা। এই কিতাবটি নয় খন্ডে সমাপ্ত।

(৫) মিরাতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ প্রথম খন্ড ৪০০ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খন্ড ৪৯৭ পৃষ্ঠা। ইহা আট খন্ডে সমাপ্ত।

(৬) ফাতাওয়ায় রাজবীয়া দ্বিতীয় খন্ড ৪৬৪ পৃষ্ঠা। এই কিতাবখানা বার খন্ডে সমাপ্ত।

(৭) বাহারে শরীয়ত তৃত্বীয় খন্ড ৩১ পৃষ্ঠা। এই কিতাবখানা আঠার খন্ডে সমাপ্ত।

(৮) ফাতাওয়ায় ফায়জুর রসুল প্রথম খন্ড ৪৫৫ পৃষ্ঠা। এই কিতাব খানা দুই খন্ডে সমাপ্ত।

(৯) জায়াল হক্ব প্রথম খন্ড ৩৭১ পৃষ্ঠা। ইহা দুই খন্ডে সমাপ্ত।

(১০) ফাতাওয়ায় ফকীহে মিল্লাত প্রথম খন্ড ৯০ পৃষ্ঠা।

(১১) ফাতাওয়ায় আমজাদিয়া প্রথম খন্ড ৩২৮ পৃষ্ঠা। ইহা চার খন্ডে সমাপ্ত।

(১২) ফাতাওয়ায় বরকাতিয়াহ ১২৩ পৃষ্ঠা।

(১৩) জান্নাতী জেওর ২৭৫ পৃষ্ঠা। এই কিতাব খানা সুন্নি মহিলাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

(১৪) ফাতাওয়ায় ইউরোপ ১০০ পৃষ্ঠা / ২৩০ পৃষ্ঠা। এই কিতাব খানা হল্যান্ডের মুফতীয়ে আজম মুফতী আব্দুল অজিদ ক্বাদেরীর লেখা।

(১৫) আনওয়ারুল হাদীস ২৩৮ পৃষ্ঠা। এই কিতাবটির মধ্যে ৫৫৪ টি হাদীস ও ৪৭৪ টি মসলা রহিয়াছে।

(১৬) নিজামে শরীয়ত ৭৪ পৃষ্ঠা।

(১৭) আনওয়ারে শরীয়ত ৩৯ পৃষ্ঠা।

(১৮) ইসলামী জিন্দেগী ১১৪ পৃষ্ঠা।

(১৯) ফাতাওয়ায় মারকাযে তরবীয়াতে ইফতা ৫৪ পৃষ্ঠা।

(২০) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর অসায়া শরীফ ১০ পৃষ্ঠা।

(২১) ইজানুল আজার ফি আজানিল কবর। এই কিতাব খানা সম্পুর্ণ দাফনের পর আজান সম্পর্কে লিখিত। এই গুলি ছাড়াও আমার নিকটে আরো অনেক পত্র পত্রিকা রহিয়াছে যেগুলির নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছিনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাফনের পর আজানের উপকারীতা

দাফনের পর আজানে বহু উপকারীতা রহিয়াছে। যথা—

(ক) শয়তানের আক্রমন থেকে নিরাপদ হইয়া যাইবে। কারণ, শয়তান কবরের মধ্যেও কবরবাসীকে গোমরাহ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যেমন হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে। হজরত সুফীয়ান সাউরী বলিয়াছেন—

"اِذَا سُئِلَ الْمَيِّتُ مَنْ رَّبُّكَ تَزَايَالَهُ الشَّيْطَانُ فِيْ صُوْرَةٍ فَيُشِيْرُ اِلٰى نَفْسِهٖ اِنِّيْ اَنَارَبُّكَ"

যখন মুর্দাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে— তোমার প্রতিপালক কে? তখন তাঁহার জন্য শয়তান এক ধারে একটি সুরাত ধারণ করতঃ নিজের দিকে ইংগিত করিয়া বলিয়া থাকে — নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি পালক। (শরহুস্ সুদূর ১৯৫ পৃষ্ঠা) হজরত হাকীম হজরত সুফীয়ান সাউরীর হাদীসটি নকল করিবার পর বলিয়াছেন—

"وَيُؤَيِّدُهُ مِنَ الْاَخْبَارِ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ عِنْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ الشَّيْطَانِ ...... لَوْ لَمْ يَكُنْ لِشَّيْطَانِ هُنَاكَ سَبِيْلٌ مَا دَعَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ"

অনেক হাদীস হজরত সুফীয়ান সাউরীর পক্ষ পাতিত্ব করিয়া থাকে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মাইয়েতকে দাফন করিবার সময় বলিতেন— আল্লাহ! তুমি ইহাকে শয়তানের থেকে বাঁচাইয়া নাও। যদি কবরে শয়তানের যাইবার রাস্তা না থাকিত, তাহাহইলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই দুয়া করিতেন না। (শরহুস্ সুদূর ১৯৫ পৃষ্ঠা)

(খ) শয়তান পলায়ন করিবে। কারণ, শয়তান আজান শুনিয়া ছত্রিশ মাইল দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। যেমন হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত জাবীর রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন—

"سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ ذَهَبَ حَتّٰى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ الرَّاوِى وَالرَّوْحَاءُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى سِتَّةٍ وَّ ثَلٰثِيْنَ مِيْلًا"

আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয় শয়তান যখন নামাযের আজান শুনিয়া থাকে তখন সে রাওহা নামক স্থানে চলিয়া যায়। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন— রাওহা মদীনা হইতে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। (মিশকাত ৬৬ পৃষ্ঠা)

(গ) আজান বা তাকবীরের অসীলায় কবরের আজাব থেকে নিরাপদ হইবে। হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত জাবীর রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন—

"خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلٰى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ فَلَمَّا صَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وُضِعَ فِيْ قَبْرِهٖ وَ سُوِّيَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَاوِيْلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتّٰى فَرَّجَهُ اللهُ عَنْهُ"

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সঙ্গে হজরত সায়াদ ইবনো মুয়াজ রাদী আল্লাহু আনহুর কাছে গিয়াছি যখন তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহার জানাজার নামায পড়িয়া নিয়াছেন এবং তাহাকে কবরে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার উপর মাটি দেওয়া হইয়াছে তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাসবীহ পাঠ করিয়াছেন এবং আমরাও বহুক্ষন তাসবীহ পাঠ করিয়াছি। তারপর তিনি তাকবীর পাঠ করিয়াছেন এবং আমরাও তাকবীর পাঠ করিয়াছি। জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে— ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি কেন প্রথমে তাসবীহ ও তারপর তাকবীর পাঠ করিয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন— নিশ্চয় এই নেক বান্দার উপর তাহার কবর সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাহার থেকে তাহার কবরকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। (মিশকাত ২৬ পৃষ্ঠা)

(ঘ) মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়া সহজ হইয়া যাইবে। কারণ, আজানের মধ্যে কবরের প্রশ্নগুলির উত্তর গুলি রহিয়াছে।

(ঙ) কবরের আযাব থেকে নাজাত পাওয়া যাইবে। কারণ, হাদীস পাকে বলা হইয়াছে— যে গ্রামে আজান হইয়া থাকে সেই গ্রামকে আল্লাহ তায়ালা আজাব থেকে নিরাপদ করিয়া দিয়া থাকেন।

(চ) কবরে কোন প্রকারের ভয় থাকিবে না। কারণ, আজানে ভয় দূর হইয়া থাকে। যেমন হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত আদম আলাইহিস সাল্লামের ভয় দূর হইয়াছিল।

(ছ) কবরে কোন প্রকার দুঃখ থাকিবে না। কারণ আজানে দুঃখ দূর হইয়া থাকে। যেমন হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুকে দুঃখিত অবস্থায় দেখিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহাকে আজান দেওয়ার ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন।

(জ) যাহার শেষ ভাল তাহার সব ভাল। মানুষ জন্ম গ্রহন করিলে হাদীস পাকে আজান দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং জীবনের শেষে আজান শুনাইয়া দেওয়া ভাল।

(ঝ) রহমতে ইলাহী নাযিল হইবে। রহমতে ইলাহী নাযিল হইলে অন্তরে শান্তি লাভ হইয়া থাকে। আয়াত পাকে বলা হইয়াছে—

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

আল্লাহর জিকিরে অন্তরগুলি শান্ত হইয়া থাকে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইলেন আল্লাহু তায়ালার জিকির। হাদীসে কুদসীর মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে—

خَلَقْتُكَ ذِكْرًا مِنْ ذِكْرِىْ

প্রিয় পয়গম্বর! আমি তোমাকে আমার জিকিরের মধ্যে একটি জিকির করিয়া পয়দা করিয়াছি। এইগুলি ছাড়াও আরো বহু উপকারিতা রহিয়াছে।

কেবল নামাজের জন্য আজান নয়

জানিয়া রাখা উচিত যে, আজান কেবল নামাজের জন্য নয়। নামায পড়িলেই যে আজান দিতে হইবে এমন কথা নয়। অনুরূপ আজান দিলেই যে নামায পড়িতে হইবে তাহাও নয়। বহু নামায রহিয়াছে যে, সেগুলির জন্য আজান নাই। আবার বহু আজান এমন রহিয়াছে যে, সেগুলির জন্য নামায নাই। যেমন ঈদ ও বকরা ঈদের নামায, চন্দ্র গ্রহনের নামায, সূর্য গ্রহনের নামায ও ইস্তিস্কার নামায ইত্যাদি। এই নামায গুলির জন্য নিশ্চয় আজান নাই। আবার যেমন সন্তান জন্ম গ্রহন করিলে আজান দেওয়া হইয়া থাকে, দুঃখিত ব্যক্তির নিকট আজান দেওয়া হইয়া থাকে, আগুন লাগিলে আজান দেওয়া হইয়া থাকে, যুদ্ধের সময় আজান দেওয়া হইয়া থাকে, মুসাফির রাস্তা ভুলিয়া গেলে আজান দেওয়া হইয়া থাকে। এইগুলির পরে নামায নাই। সুতরাং ভুল কথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আজানের মসলা নতুন নয়

আজ থেকে একশত বৎসর পূর্বে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী দাফনের পর আজান সম্পর্কে সতন্ত্র একখানা পুস্তক লিখিয়া দিয়াছেন— 'ইজানুল আজার ফী আজানিল কবর'। তাঁহার কম বেশী একশত বৎসর পূর্বে আল্লামা শামী তাঁহার জগৎ বিখ্যাত কিতাব 'রদ্দুল মুহতার' এর মধ্যে দাফনের পর আজানের কথা বলিয়াছেন। তাঁহারও কয়েক শত বৎসর পূর্বে হাফীজ ইবনো হাজার আসকালানী 'শরহুস উবাব' এর মধ্যে দাফনের পর আজানের কথা বলিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, হাফীজ ইবনো হাজার ছিলেন ৭৭৩ হিজরীর মানুষ। সুতরাং দাফনের পর আজানের মসলাটি নতুন নয়। খুব জোর বলা যাইতে পারে যে, মসলাটি আমাদের দেশে নতুন চালু হইতেছে।

এই আজান সর্বত্রে রহিয়াছে

দাফনের পর আজান অখন্ড ভারতের সর্বত্রে বহু পূর্ব থেকে রহিয়াছে। তবে তুলনামুলক সব চাইতে কম চালু পশ্চিম বাংলায়। ইহার কারণ হইল যে, সঠিক অর্থে সুন্নী আলেম উলামা এখানে কম ছিলেন। আবার যাহারা ছিলেন তাহাদের অধিকাংশই যথার্থভাবে অবগত ছিলেন না।

ভারতের বাহিরে সমস্ত মুসলিম দেশে যুগ যুগ পূর্ব থেকে দাফনের পর আজান দেওয়ার প্রচলন রহিয়াছে। কারণ, আল্লামা শামী ও আল্লামা ইবনো হাজার আসকালানী প্রমূখ মহান ব্যক্তিগণ সবাই ছিলেন মধ্য প্রাচ্যের মানুষ। ইহারা নিজ নিজ কিতাবে এই আজানের কথা আলোচনা করিয়াছেন। কেবল তাই নয়, ইউরোপ মহাদেশের মধ্যেও দাফনের পর আজান হইয়া থাকে। যেমন 'ফাতাওয়ায় ইউরোপ' এর মধ্যে বলা হইয়াছে। 'ফাতাওয়ায় ইউরোপ' হইল প্রশ্নোত্তরে একটি ফতওয়ার কিতাব। এই কিতাবের মধ্যে কেবল ইউরোপ মহাদেশের মুসলমানদের ভিন্ন সময়ের ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। উত্তর দিয়াছেন হল্যান্ডের মুফতীয়ে আ'জম মুফতী আব্দুল অয়াজিদ ক্বাদেরী। এখন উক্ত কিতাবের ২৩০ পৃষ্ঠা থেকে একটি প্রশ্ন ও উহার উত্তর নকল করা হইতেছে।

প্রশ্ন ঃ — উলামায় কিরাম ও মুফতীয়ানে ইজাম এই মসলায় কি বলিতেছেন যে, আমরা সূরীনামী মুসলমানদের বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে যে, নিজেদের মুর্দাকে দাফন করিবার পর সাধারণ মানুষ ফাতিহা পড়িয়া বিদায় হইয়া যায় কিন্তু একজন দ্বীনদার মানুষ দাঁড়াইয়া যায়। যিনি কয়েক মিনিট পরে কবরের কাছে দাঁড়াইয়া আজান দিয়া থাকেন। এখন প্রশ্ন হইল যে, এই প্রকার করা শরীয়তে জায়েজ কিনা? এখন, যখন পাকিস্তান ও ভারত থেকে কিছু মুসলমান এখানে হল্যান্ডে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহারা এই আজানের উপর প্রশ্ন করিয়া থাকে যে, ইহা বেদয়াত ও নাজায়েজ। প্রশ্নকারী— ইব্রাহীম সাদল।

উত্তর ঃ — শরীয়ত পাকে কবরের আজানের প্রতি নিষেধের কোন দলীল অবশ্যই নাই এবং কোন জিনিষের ব্যাপারে শরীয়তের নিষেধ না থাকা হইল সেই জিনিষ জায়েজ হইবার দলীল। সুতরাং যে সমস্ত হজরতেরা মাইয়েতকে দাফন করিবার পর কবরে আজান দিয়া থাকেন তাহারা নিজেদের মুর্দাদিগকে উপকার করিয়া থাকেন এবং নিজেদের আমল নামায় সওয়াব বেশি করিয়া থাকেন। যাহারা আজান দিলনা তাহারা কোন ফরজ ও অয়াজিব ত্যাগকারী নয়। অবশ্য উপকার ও সওয়াব থেকে মাহরুম হইয়া থাকে। আর যাহারা নিষেধ করিয়া থাকে অথবা বাধা দিয়া থাকে তাহারা শরীয়তে হস্তক্ষেপ করিবার কারণে ও জবানকে লাগামহীন করিয়া রাখিবার কারণে শরীয়তের কাছে পাকড়াও হইয়া থাকে। .....

আব্দুল অয়াজিদ ক্বাদেরী
২৮শে ডিসেম্বর
১৯৮৫ সাল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় সুন্নী পাঠক! নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, দাফনের পর আজান ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছিয়া রহিয়াছে এবং তাহা যুগ যুগ পূর্ব থেকে চলিয়া আসিতেছে। আর নতুন ভাবে যাহারা এই আজানকে বেদয়াত ও নাজায়েজ বলিতেছে তাহারা ভারতীয় ও পাকিস্তানী। এইবার আপনি ভাল করিয়া মিলাইয়া দেখুন — আপনার দেশে দাফনের পর আজানকে বেদয়াত ও নাজায়েজ বলিতেছে কাহারা? নিশ্চয় এখানকার ওহাবী দেওবন্দী জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগী জামায়াত ইত্যাদি বাতিল ফিরকাগুলির মানুষ এই আজানকে বেদয়াত ও নাজায়েজ বলিতেছে। আপনার সঙ্গে যাহাদের শরীয়তী সম্পর্ক নাই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন কী? আপনি এই বেদয়াতী জামায়াতগুলির পিছনে পড়িয়া মাযহাব ও মিল্লাতকে মারিয়া ফেলিতেছেন? এই জামায়াতগুলির বয়স তো খুব বেশি নয়। তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামীর বয়স এখনও পর্যন্ত একশত বৎসর হয় নাই। আর ওহাবী সম্প্রদায়ের বয়স দুই থেকে আড়াই শত বৎসর হইয়া গিয়াছে। ইহারা বৃটিশ সরকারের কাছে দরখাস্ত করিয়া নিজেদের ওহাবী নাম পরিবর্তন করিয়া আহলে হাদীস হইয়াছে। ইহাদের পূর্ণ দাস্তান জানিতে হইলে আমার লেখা ওহাবীদের 'ইতিহাস' বইতে পাইবেন। আর পাইবেন 'সেই মহানায়ক কে? কিতাবে। যাহাই হউক এই জামায়াতগুলির সহিত আপনার সম্পর্ক কোথায়? আপনি মিলাদ, কেয়াম, উরূষ, ফাতিহা ও কবর যিয়ারত ইত্যাদি যে সমস্ত দ্বীনি কাজ করিয়া থাকেন সেগুলিকে ইহারা বেদয়াত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে।

তালকীনের জন্য প্রস্তুতি

এ পর্যন্ত হাদীসের আলোকে আলোচনায় দাফনের পর যে সমস্ত কাজ করিবার প্রেরণা পাওয়া গিয়াছে সেগুলি পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যান। প্রথমে সূরাহ বাকারার প্রথমাংশ ও শেষাংশ এবং সম্পূর্ণ সূরাহ ইয়াসীন যদি সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কমপক্ষে এক রুকু মুখস্ত করিয়া নিন।

সূরাহ বাকারার প্রথমাংশ

الٓمّٓ ۝١ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ
هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤
اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

উচ্চারণ

আলিফ লাম মীম * জালিকাল কিতাবু লাা রাইবা ফীহ্ — হুদাল লিল্ মুত্তাক্বীন * আল্লাজীনা ইউমি নূনা বিল গয়বি অ ইউকী মূনাস্ সলাতা অ মিম্মা রজাক্না হুম ইউন ফিক্বুন * আল্লাজিনা ইউমি নুনা বিমা উন্যিলা ইলাইকা অমা উন্যিলা মিন ক্বাবলিক, অবিল আাখিরাতি হুম ইউকি নূন * উলা ইকা আলা হুদাম্ মির রব্বিহিম্ অ উলা ইকা হুমুল মুফলিহুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ

আমানার রাসূলু বিমা উন্‌যিলা ইলাইহি মির রব্বিহী অল্ মু'মিনুন, কুল্লুন আমানা বিল্লাহি অ মালাইকা তিহী অ কুতুবিহী অ রুসূলিহী, লা নুফার্রিকু বাইনা আহাদিম মির রুসিলিহী, অ ক্বালূ সামি'না অ আত্ব'না গুফরানাকা রব্বানা অ ইলাইকাল মাসীর * লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসয়াহা, লাহা মাকাসাবাত অ আলাইহা মাক্‌তাসাবাত, রব্বানা লা তুয়াখিজ্‌না ইন্ নাসীনা আও আখত্ব'না, রব্বানা অলা তাহমিল আলাইনা ইসরন কামা হামালতাহু আলাল্লাজীনা মিন ক্বাবলিনা, রব্বানা অলা তুহাম্মিল না্যা মা্যা লা্যা ত্বাক্বাতা লানা্যা বিহী, অ'ফু আন্না্যা অগ্‌ফির লানা্যা, অরহামনা, আনতা মাওলানা্যা ফান সুরনা্যা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

সূরাহ 'ইয়াসীন' এর একাংশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ عَلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۭ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ لِتُنْذِرَ قَوْمًا
مَّآ اُنْذِرَ اٰبَاۗؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۙ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى
اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا
فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۙ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ
اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ
لَا يُبْصِرُوْنَ ۙ وَسَوَاۗءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ

সূরাহ বাকারার শেষাংশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ
مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا
وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۭ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَي الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ
وَاعْفُ عَنَّا ۠ وَاغْفِرْ لَنَا ۠ وَارْحَمْنَا ۠ اَنْتَ مَوْلٰىنَا
فَانْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۧ

pdf By Syed Mostafa Sakib

فِيْ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ • سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ
مُعَطَّرٌ مُّطَهَّرٌ مُّنَوَّرٌ فِيْ الْبَيْتِ وَالْحَرَامِ • شَمْسِ الضُّحٰى
بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى نُوْرِ الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ
الظُّلَمِ جَمِيْلِ الشِّيَمِ شَفِيْعِ الْاُمَمِ صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ •
وَاللّٰهُ عَاصِمُهٗ وَ جِبْرِيْلُ خَادِمُهٗ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهٗ وَالْمِعْرَاجُ
سَفَرُهٗ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ
وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهٗ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
• خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ • شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ • اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ •
رَحْمَةٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ • رَاحَةِ الْعَاشِقِيْنَ • مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ •
شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ • سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ
مُحِبِّ الْفُقَرَآءِ وَالْغُرَبَآءِ وَالْمَسَاكِيْنَ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ • نَبِيِّ
الْحَرَمَيْنِ • اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ • وَسِيْلَتِنَا فِى الدَّارَيْنِ • صَاحِبِ
قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ • جَدِّ

بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْىِ
الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَىْءٍ اَحْصَيْنٰهُ
فِىْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾

উচ্চারণ

ইয়া সীন * অল্ ক্বুরয়ানিল হাকীম * ইন্নাকা লামিনাল মুরসালীন * আলাা সিরাতিম মুস্তাকীম * তান্ যিলাল আজীজির রাহীম * লি তুন্যিরা ক্বাওমাম মাা উনযিরা আাবা উহুম ফাহুম গাফিলূন * লাক্বাদ্ হাক্বাল ক্বাওলু আলা আকসারি হিম ফাহুম লাা ইউমিনূন * ইন্নাা জায়ালনা ফী আ'নাা ক্বিহিম আগলাা লান ফাহিয়া ইলাল আজক্বানি ফাহুম মুক্বমাহুন * অজায়াল না মিম বাইনি আইদীহিম সাদ্দাঁউ অমিন খালফিহিম সাদ্দান ফা আগশাইনাা হুম ফাহুম লা ইউব সিরূন * অ সাওয়াউন আলাইহিম আ আনযার্তা হুম আম লাম তুনযির হুম লা ইউমিনূন * ইন্নামা তুন্যিরু মানিত্তাবায়াজ্ জিকরা অ খাশিয়ার রহমানা বিল গায়বি, ফাবাশ্ শিরহু বিমাগ ফিরা তিঁউ অ আজ্ রিন কারীম * ইন্নাা নাহনু নুহয়িল মাওতা অ নাক্তুবু মাা ক্বদ্দামু অ আাসা রহুম, অ কুল্লা শাইয়িন আহসাই নাাহু ফী ইমামিম্ মুবীন।

দরূদে তাজ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ
وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ • دَافِعِ الْبَلَآءِ وَالْوَبَآءِ وَالْقَحْطِ
وَالْمَرَضِ وَالْاَلَمِ • اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَّرْفُوْعٌ مَّشْفُوْعٌ مَّنْقُوْشٌ

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ • اَبِى الْقَاسِمِ
مُحَمَّدِابْنِ عَبْدِاللهِ نُوْرٍ مِّنْ نُّوْرِاللهِ • يَاَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ
جَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

উচ্চারণ

আল্লা হুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা অ মাওলা না মুহাম্মাদিন সাহিবিত্ তাজি অল মি'রাজি অল্ বুরাক্বি অল্ আলামি দাফিইল বালাহি অল্ অবাই অল্ ক্বাহত্বি অল্ মারাজি অল্ আলামি। ইসমুহু মাকতুবুম্ মারফূউম্ মাশ্ফূউম্ মানক্বুশুন ফিল লওহি অল কালামি। সাইয়েদিল আরাবি অল আজামি জিসমুহু মুকাদ্দাসুন মুয়াত্তরুম মত্বাহ্ হারুম্ মুনাও ওয়ারুন ফিল বাইতি অল্ হারামি। শাম সিদ্দুহা বাদরিদ দুজা সাদরিল উলা নূরিল হুদা কাহফিল অরা মিসবাহিজ জুলামি জামীলিশ্ শিয়ামি শাফিইল উমাম। সাহিবিল জুদি অল্ কারাম। অল্লাহু আসিমুহু অ জিবরীলু খাদিমহু অল্ বুরাক্বু মারকাবুহু অল্ মি'রাজু সাফারুহু অ সিদরাতুল মুনতাহা মাকামুহু অ ক্বাবা ক্বাও সাইনি মাত্বলুবুহু অল্ মাত্বলুবু মাকসূদুহু অল্ মাকসূদু মাওজূদুহু সাইয়েদিল মুরসালীন, খাতামিন নাবীঈন, শাফীইল মজনিবীন, আনীসিল গরিবীন, রহমা তিল লিল্ আলামীন, রাহাতিল আশিক্বীন, মুরাদিল মুশ্তাক্বীন, শামসিল আরিফীন, সিরাজিস্ সালিকীনা মিসবাহিল মুক্বাররিবীনা মুহিব্বিল ফুক্বারাই অল্ ওরাবাই অল্ মাসাকীন, সাইয়েদিস্ সাকা লাইন, নাবীইল হারামাইন, ইমামিল ক্বিবলা তাইন, অসীলা তিনা ফিদ্ দারাইনি, সাহিবি ক্বাবা ক্বাওসাইনি মাহ্বুবি রব্বিল মাশরি কাইনি অল্ মাগরিবাইনি জাদ্দিল হাসানি অল্ হুসাইনি মাও লানা অ মাওলাস্ সাক্বা লাইন, আবিল ক্বাসিমি মুহাম্মাদ ইবনি আবদিল্লাহি নূরিম মিন নূরিল্লাহ, ইয়া আইউ হাল মুশতা ক্বুনা বিনূরি জামালিহী সাল্লু আলাইহি অ আলিহী অ আসহা বিহী অ সাল্লিমূ তাসলীমা।

তালকীন করিবার নিয়ম

প্রথম পর্যায় দাফনের পর কবরের মাথার দিকে দাঁড়াইয়া যথা নিয়মে উচ্চস্বরে আজান দিয়া দিবেন।

দ্বিতীয় পর্যায় একজন কবরের মাথার দিকে ও একজন কবরের পায়ের দিকে থাকিবেন। যিনি মাথার দিকে থাকিবেন তিনি সূরাহ বাক্বারার প্রথমাংশ উচ্চস্বরে পাঠ করিবেন। আর যিনি পায়ের দিকে থাকিবেন তিনি সূরাহ বাক্বারার শেষাংশ উচ্চস্বরে পাঠ করিবেন। অবশ্য দুইজন এক সঙ্গে পাঠ করিবেন না। একজনের পাঠ করা শেষ হইবার পর অন্যজন পাঠ করিবেন। এই প্রকারে একাধিকবার পাঠ করিতে পারেন। যদি পাঠ করিবার মত দুইজন মানুষ না থাকেন, তাহাহইলে একই মানুষ পাঠ করিবেন।

তৃতীয় পর্যায় সূরাহ ইয়াসীন শরীফ ও দরূদে তাজ পাঠ করিয়া দিবেন। এইগুলি ছাড়াও যদি আরো সূরাহ বা দোয়া দরূদ পাঠ করা হইয়া থাকে, তাহাহইলে আরো ভাল হইবে।

চতুর্থ পর্যায় একজন কবরের মাথার দিকে দাঁড়াইয়া তিনবার কবরবাসীর নাম ধরিয়া উচ্চস্বরে ডাকিবেন — হে অমুকের পুত্র / কন্যা অমুক! তুমি স্মরণ কর, কালেমায় শাহাদাত — আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অ রসুলুহু।

আর তুমি বল — আমি আল্লাহ তায়ালাকে প্রতিপালক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে নবী, ইসলামকে দ্বীন, কুরয়ানকে ইমাম ও কাবাকে কিবলা বলিয়া সন্তুষ্ট।

তুমি আরো বল — জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য এবং কিয়ামত অবশ্যই কায়েম হইবে। — প্রকাশ থাকে যে, অমুকের পুত্র অমুক বলিবার সময় মায়ের নাম বলিতে হইবে। যদি মায়ের নাম জানা না যায়, তাহাহইলে হজরত হাওয়া আলাইহিস্ সালামের নাম বলিতে হইবে — হে হাওয়া আলাইহিস্ সালামের পুত্র / কন্যা অমুক!

পঞ্চম পর্যায় সবাই সমবেত ভাবে মুর্দার জন্য ও সমস্ত মুমিনীন, মুমিনাতের জন্য দোয়া করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া আসিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আরবী ভাষায় তালকীন

" يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةٍ اُذْكُرْ مَاخَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ
اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَنَّ السَّاعَةَ
آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ قُلْ رَضِيْتُ
بِاللهِ رَبًّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَبِيًّا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْقُرْآنِ اِمَامًا وَبِالْمُسْلِمِيْنَ اِخْوَانًا
رَبِّىَ اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ"

উচ্চারণ

ইয়া ফুলানাব্‌না ফুলানাহ! উযকুর মা খারাজতা আলাইহি মিনাদ্ দুনিয়া, শাহাদাতা আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অ রাসুলুহু, অ আন্নাস সায়াতা আতিয়াতুন লা রাইবা ফীহা, অ আন্নাল্লাহা ইয়াব আসু মান ফিল কুবূর। ক্বুল রাদীতু বিল্লাহি রব্বান, অবিল ইসলামি দ্বীনান, অবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামা নাবীয়ান, অবিল কাবাতি কিবলাতান, অবিল কুরয়ানে ইমামান, অবিল মুসলিমীনা ইখওয়ানান। রব্বী আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া অহুয়া রব্বুল আরশিল আজীম।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম 'ফুলান' এর স্থলে মৃত ব্যক্তির নাম হইবে এবং দ্বিতীয় 'ফুলানাহ' এর স্থলে মৃত ব্যক্তির মায়ের নাম হইবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

তালকীন করিবার যে নিয়ম ধারাবাহিক ভাবে লিখিয়া দিয়াছি তাহা একেবারে অকাট্ট নয় যে, এই প্রকারে একের পর এক করিতেই হইবে। ইহা কেবল সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে করিয়া দিয়াছি। যদি প্রথমে আজান না দিয়া শেষে আজান দেওয়া হইয়া থাকে তাহাতে কোন দোষ হইবেনা। অথবা উপস্থিত আলেম উলামাগণ যদি কোন নিয়মে এই জিনিষগুলি আমল করিয়া থাকেন, তাহাতে কাহার কিছু বলিবার নাই। সাবধান! খুব সাবধান! কোন ওহাবী দেওবন্দী আলেমের প্ররচনায় পড়িয়া যেন কোন কাজ বাদ চলিয়া না যায়। সব চাইতে ভাল প্রথমে আজান দিয়া দেওয়া। ইহাতে শয়তান ও শয়তানের শিষ্যরা সরিয়া যাইবে এবং বাকী কাজগুলি করিতে কোন বাধা আসিবেনা।

আরো কয়েকটি মসলা

আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রে মূর্দাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কেবল মুখটি কিবলার দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। বর্তমানে বহু স্থানে সমস্ত দেহটি কিবলার দিকে কাইত করিয়া দেওয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে সঠিক কোন্‌টি হইবে?

আমাদের দেশে সর্বত্রে দাফনের পর কবরের উপর খেজুরের শাখা দেওয়ার প্রচলন রহিয়াছে। বর্তমানে ইহাকে বেদয়াত বলিয়া অনেকেই উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। এ বিষয়ে সঠিক কাজ কি হইবে?

কবরে মাটি দেওয়ার সময় অধিকাংশ মানুষ সম্পূর্ণ দোয়া — 'মিনহা খলাক্বনাকুম' হইতে 'তারাতান উখরা' পর্যন্ত পড়িয়া একবার মাটি দিয়া থাকে। আবার অনেকেই দুয়াটি একবার পড়িবার মধ্যে তিনবার মাটি দেওয়া শেষ করিয়া থাকে। এই মসলার সঠিক কি হইবে? ইত্যাদি বিষয়ে কিতাবের আলোকে আলোচনা করিয়া দেওয়া হইতেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথম মসলা

অধিকাংশ স্থানে যে নিয়মটি রহিয়াছে যে, কবরে মুর্দাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কেবল মুখ খানা কিবলার দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, ইহা সুন্নাতের খেলাফ কাজ। সম্পূর্ণ দেহকে কিবলার দিকে কাইত করিয়া দেওয়া সর্ব সম্মতিক্রমে সুন্নাত। কারণ, স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন। যেমন হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে। হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন —

" شَهِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةَ رَجُلٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ اِسْتَقْبِلْ بِهِ اِسْتِقْبَالاً وَقُوْلُوْا جَمِيْعاً بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ وَضَعُوْهُ لِجَنْبِهِ وَلَا تَكُبُّهُ لِوَجْهِهِ وَلَا تُلْقُوْهُ لِظَهْرِهِ "

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এক ব্যক্তির জানাজায় উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন — আলী! তুমি মুর্দাকে কিবলার দিকে করিয়া দাও এবং তোমরা সবাই বলো — 'বিস মিল্লাহি অ আলা মিল্লাতি রাসুলি ল্লাহি' এবং মুর্দাকে কাইত করিয়া দাও। চিৎ করিয়া শোয়াইয়া মুখ খানা ঘুরাইয়া দিওনা। (আল্ মুতাসা রুজ্ জরুরী ৫৪ পৃষ্ঠা, আনওয়ারুল হাদীস ২৩৭ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় রশীদীয়া ২৩০ পৃষ্ঠা)

সাহাবায় কিরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র দেহকে কবর শরীফে কাইত করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন ফতহুল ক্বাদীর তৃতীয় খন্ড ৯৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে —

" اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الْقَبْرِ الشَّرِيْفِ الْمُكَرَّمِ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ "

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবর শরীফে কিবলার দিকে তাঁহার ডান কাতে আরাম করিতেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, ফতহুল ক্বদীর ছাড়া ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফের চতুর্থ খন্ডে, আনওয়ারুল হাদীসের ২৩৭ পৃষ্ঠায়, খুতবাতে মুহার্রামের ৫৪ পৃষ্ঠায় ও ফাতাওয়ায় রশীদীয়ার ২৩০ পৃষ্ঠায়ও এই কথা বলা হইয়াছে।

আরো প্রকাশ থাকে যে, কবরে কাইত করিয়া শোয়ানোর মসলাটি মতভেদী নয়। এখন কিছু কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করা হইতেছে। যথা – ফাতাওয়ায় আলামগিরী প্রথম খন্ড ১৫৫ পৃষ্ঠায়, রদ্দুল মুহতারের সহিত দুর্রে মুখতার প্রথম খন্ড ৬২৬ পৃষ্ঠায়, বাহরুর্রায়েক দ্বিতীয় খন্ড ১৯৪ পৃষ্ঠা, বাদাউস্ সানায়ে প্রথম খন্ড ৩১৯ পৃষ্ঠায়, ত্বাহত্বাবী ২৬৯ পৃষ্ঠায় মুর্দাকে কবরে কাইত করিয়া শোয়াইবার কথা বলা হইয়াছে। অনুরূপ ফাতাওয়ায় কাজী খান প্রথম খন্ড ৯৩ পৃষ্ঠায়, কাঞ্জুদ্দাকায়েক ৫৩ পৃষ্ঠায় ৭ নম্বর টিকায়, নুরুল ইজাহ মুতার্জাম ২২৩ পৃষ্ঠায়, হিদাইয়া প্রথম খন্ড ২১০ পৃষ্ঠায় ৩ নম্বর টীকায় ও 'মিনহা জুত্ ত্বালিবীনের ২৮ পৃষ্ঠায় মুর্দাকে কাইত করিয়া শোয়াইবার কথা বলা হইয়াছে।

উলামায় আহলে সুন্নাতের যে কিতাবগুলিতে কাইত্ করিয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। যথা — ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ চতুর্থ খন্ডে, আল্ মালফুজ চতুর্থ খন্ড ৭৫ পৃষ্ঠায়, বাহারে শরীয়ত চতুর্থ খন্ড ১৩০ পৃষ্ঠায়, কানুনে শরীয়ত প্রথম খন্ড ১২৯ পৃষ্ঠায়, নিজামে শরীয়ত ৩৪৭ পৃষ্ঠায়, কাইত করিয়া শোয়াইবার কথা বলা হইয়াছে। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী তাঁহাকে কবরে কাইত করিয়া শোয়াইবার জন্য অসীয়ত করিয়া ছিলেন। (অসাইয়া শরীফ ৯ পৃষ্ঠা)

দেওবন্দী আলেমগণ যে সমস্ত কিতাবে কাইত করিবার কথা বলিয়াছেন। যথা — মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ফাতাওয়ায় রশীদীয়াতে বহু কিতাবের উদ্ধৃতিতে কাইত করা সুন্নাত প্রমাণ করিয়াছেন। আশরাফ আলী থানুবী 'বেহেশ্তী গাওহার' কিতাবের ৮৯ পৃষ্ঠায় ও 'আগলাতুল আওয়াম' কিতাবের ৭৬ পৃষ্ঠায় কাইত করিবার কথা বলিয়াছেন। মাওলানা মুখতার আলী 'সাহেব আশরাফুল ইজাহ' কিতাবের ২১২ পৃষ্ঠায় কাইত করিবার কথা বলিয়াছেন। ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ দ্বিতীয় খন্ড ৩৪৩ পৃষ্ঠায় কাইত করিতে বলা হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এখন কিছু বাংলা বই পুস্তকের নাম উল্লেখ করা হইতেছে। যথা — মকসোদোল মোমেনিন ১৬৯ পৃষ্ঠায়, ফাতাওয়ায় ছিদ্দিকিয়া প্রথম খন্ড ২০০ পৃষ্ঠায়, মছলা ভান্ডারের পঞ্চম খন্ডে, দাফন ও কাফনের বিস্তারিত মছলা ৪৪ পৃষ্ঠা, মুমিনের নামাজ শিক্ষা ৮৭ পৃষ্ঠা, সাপ্তাহিক মোজাদ্দেদ পত্রিকা দ্বিতীয় পৃষ্ঠা, ৭ই জুন ১৯৯০ সাল। এইগুলির মধ্যে কবরে কাইত করিয়া শোয়াইবার কথা বলা হইয়াছে।

চিৎ করিয়া শোয়াইবার কথা কোন কিতাবে নাই। যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কাইত করিয়া শোয়াইতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং সাহাবায় কিরাম হুজুর পাককে কাইত করিয়া শোয়াইয়াছেন, সেখানে কোন কিতাবে চিৎ করিয়া শোয়াইবার কথা থাকিতে পারেনা। এই মসলাতে যাহারা দ্বিমত করিয়া থাকে তাহাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছু নয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

১৯৯৭ সালে আমার দাদীমার ইন্তেকালের পর তাহার আত্মার মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া তাহাতে মৃত্যু সম্পর্কে কয়েকটি মসলা বলিয়া দিয়া ছিলাম। বিজ্ঞাপনটির নাম ছিল 'শেষ সমাধি'। এই বিজ্ঞাপনে বলা হইয়া ছিল — মুর্দাকে কবরে কাইত করিয়া শোওয়ানো সর্ব সম্মতিক্রমে সুন্নাত। ইহার পর আটখানা কিতাবের উদ্ধিতি দেওয়া হইয়া ছিল। ইহার বিপক্ষে মুর্শিদাবাদের একজন মৌলবী 'জরুরী ইস্তেহার' নাম দিয়া একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া ছিলেন। সেই বিজ্ঞাপনে তিনি মিথ্যা করিয়া বাইশ খানা কিতাবের নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়া ছিলেন যে, এই কিতাবগুলিতে মুর্দাকে চিৎ করিয়া শোয়াইবার কথা বলা হইয়াছে। তিনি তাহার বিজ্ঞাপনের স্বপক্ষে প্রমানের জন্য কোন দিন সামনে আসিতে পারেন নাই। তাহার এই বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করিয়া আজ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের বহু মানুষ এই মসলাতে গোমরাহ হইয়া রহিয়াছেন।

দ্বিতীয় মসলা

কবরে মাটি দেওয়ার সঠিক নিয়ম ইহাই যে, প্রথম বারে মাটি দেওয়ার সময় বলিবে — 'মিনহা খলাক্বনা কুম' দ্বিতীয় বারে বলিবে — 'অফীহা নঈদুকুম' তৃতীয় বারে বলিবে — 'অমিনহা নুখরি জুকুম তারতান উখরা'। (আল আজকার ১৩৭ পৃষ্ঠা, মিরাতুল মানাজীহ দ্বিতীয় খন্ড ৪৯৪ পৃষ্ঠা, রদ্দুল মুহতার দ্বিতীয় খন্ড ২৩৭ পৃষ্ঠা, আনওয়ারুল হাদীস ২৩৮ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত চতুর্থ খন্ড ১৩০ পৃষ্ঠা, কানুনে শরীয়ত প্রথম খন্ড ১৩০ পৃষ্ঠা, নিজামে শরীয়ত ৩৪৭ পৃষ্ঠা) মোটকথা, কোন কিতাবে সম্পূর্ণ দুয়াটি পাঠ করিবার পর একবার মাটি দেওয়ার কথা বলা হয় নাই। সূতরাং কিতাবের প্রতি আমল করাই উচিত।

তৃতীয় মসলা

দাফনের পর কবরের উপর খেজুরের শাখা পুঁতিয়া দেওয়ার যে প্রচলন রহিয়াছে তাহা শরীয়ত সম্মত। ইহাতে মুর্দার উপকার হইয়া থাকে। স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবরের উপর খেজুরের শাখা পুঁতিয়াছেন। যেমন হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে। হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন —

" مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اِمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَ فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُّخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا "

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুইটি কবরের নিকট থেকে অতিক্রম করিয়া ছিলেন। এই সময় তিনি বলিয়াছেন — নিশ্চয় এই দুইটি কবরে আযাব হইতেছে। তবে কোন বড় গোনাহের কারণে আযাব হইতেছেনা। একজন পেশাব থেকে পরদা করিত না। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রহিয়াছে— পেশাব থেকে পবিত্র হইত না। আর একজন চোগলখুরি করিয়া বেড়াইত। অতঃপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের শাখা লইয়া তাহা দুই টুকরা করিয়া দুইটি কবরে পুঁতিয়া দিয়াছেন। সাহাবায় কিরাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন — ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি ইহা করিলেন কেন? তিনি বলিয়াছেন — এই দুইটি যতদিন না শুকাইবে ততদিন ইহাদের আযাব হাল্কা হইবে। (বোখারী, মোসলেম, মিশকাত ৪২ পৃষ্ঠা)

বোখারী শরীফের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে —

" وَاَوْصٰى بُرَيْدَةُ الْاَسْلَمِيُّ اَنْ

يُّجْعَلَ فِىْ قَبْرِهٖ جَدِيْدَانِ "

হজরত বুরাইদা আসলামী রাদী আল্লাহু আনহু অসীয়ত করিয়াছেন যে, তাহার কবরে খেজুরের দুইটি শাখা রাখিয়া দিতে হইবে। (বোখারী শরীফ)

শরহুস্ সুদূর ৪০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে —

" وَكَانَ اَبُوْ بَرْزَةَ يُوْصِىْ اِذَا مُتُّ فَضَعُوْا فِىْ قَبْرِىْ مَعِىْ جَدِيْدَتَيْنِ قَالَ فَمَاتَ فِىْ مَفَازَةٍ بَيْنَ كِرْمَانَ وَقُوْمَسَ فَقَالُوْا كَانَ يُوْصِيْنَا اَنْ نَضَعَ فِىْ قَبْرِهٖ جَدِيْدَتَيْنِ وَهٰذَا مَوْضِعٌ لَا نُصِيْبُهُمَا فِيْهِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَالِكَ اِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رُكْبٌ مِنْ قِبَلِ سَجِسْتَانَ فَاَصَابُوْا مَعَهُمْ سَعْفًا فَاَخَذُوْا مِنْهُ جَدِيْدَتَيْنِ فَوَضَعُوْهُمَا مَعَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ "

হজরত আবু বারযা অসীয়ত করিয়া ছিলেন যে, যখন আমি মরিয়া যাইব তখন তোমরা আমার কবরে আমার সাথে দুইটি খেজুর শাখা রাখিয়া দিবে। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন — তিনি হঠাৎ কিরমান ও কুমাস এর মধ্যবর্তী স্থানে মরিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীরা বলিয়াছে — তিনি আমাদিগকে অসীয়ত করিয়াছেন যে, আমরা তাহার কবরে দুইটি খেজুর শাখা রাখিয়া দিব। ইহা এমন একটি জায়গা যে, এখানে আমরা উহা পাইবনা। তাহারা নিজেদের মধ্যে এই কথা বলা বলি করিতে ছিল। এমন সময় তাহাদের নিকটে সাজিস্থান থেকে কিছু সওয়ারী আসিয়া যায়। তাহাদের কাছে ছিল খেজুরের শাখা। ইহারা তাহাদের নিকট থেকে দুইটি খেজুর শাখা নিয়া তাহার সহিত তাহার কবরে দিয়া দিয়াছেন।

রদ্দুল মুহতার দ্বিতীয় খন্ড ২৪৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে —

" وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِىُّ فِىْ صَحِيْحِهٖ اَنَّ بُرَيْرَةَ بْنَ الْخَصِيْبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَوْصٰى بِاَنْ يَّجْعَلَ فِىْ قَبْرِهٖ جَدِيْدَتَانِ "

ইমাম বোখারী তাহার সহীর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন — হজরত বুরাইদা ইবনো খসীব রাদী আল্লাহু আনহু অসীয়ত করিয়াছেন যে, তাহার কবরে দুইটি খেজুর শাখা রাখিয়া দিতে হইবে।

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে পরিস্কার হইয়া গিয়াছে যে, কবরের উপর খেজুরের শাখা দেওয়া হাদীস থেকে প্রমানিত। আমাদের দেশে যে রেওয়াজ রহিয়াছে তাহা ভিত্তিহীন নয়। অবশ্য যদি কোন জায়গায় খেজুর শাখা না পাওয়া যায়, তাহাহইলে কোন বৃক্ষের কাঁচা শাখা অথবা তাজা ফুল দেওয়া যাইতে পারে। মোটকথা, তাজা ও কাঁচা জিনিষের তাসবীহ্তে মুর্দার আযাব হাল্কা হইয়া থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিছু কথা মনে রাখিবেন

(ক) এ পর্যন্ত যে কয়টি মসলা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে সেগুলি সবই হানাফী মাযহাবের ভিত্তিতে ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হইয়াছে। সূতরাং আপনি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে এই মসলাগুলি মানিয়া নিতে বাধ্য।

(খ) যাহারা আপনার মাযহাবের মানুষ নয় তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। কিছু জানিবার প্রয়োজন বোধ করিলে আপনি যেমন হানাফী মানুষ তেমন আপনার মাযহাবের কোন উপযুক্ত হানাফী আলেমের নিকট থেকে জানিয়া নিবেন।

(গ) সাবধান! বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায় ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। যথা — আহলে হাদীস, দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি দলগুলি মূলতঃ একই। কেবল নামে ও যৎ সামান্য কামে ইহাদের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য দেখা যায়। ইহারা প্রত্যেকেই আপনার মাযহাবের মহাশত্রু।

(ঘ) ওহাবী সম্প্রদায়ের প্রথম শাখা – আহলে হাদীস সম্প্রদায় কথায় কথায় বোখারী ও সিহাহ সিত্তাহ খুঁজিয়া থাকে। আর হানাফীদের সমস্ত হাদীসকে যঈফ বলিয়া থাকে। ইহাদের এই দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বেদয়াত। কারণ, বোখারী ও সিহাহ্ সাত্তাহর কথা কুরয়ান ও হাদীসে কোন জায়গায় বলা হয় নাই। সূতরাং এমন কথা নয় যে, যে হাদীস বোখারী বা সিহাহ্ সিত্তাহ এর মধ্যে নাই তাহা আমল যোগ্য নয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাদীস সঠিক সূত্রে আপনি যে কোন কিতাব থেকে সংগ্রহ করিতে পারেন। কোন হাদীস দুর্বল সূত্রে আপনার কাছে পৌঁছিয়া গেলে মুহাদ্দেসীন গণের ভাষায় সেই হাদীসটি যঈফ বলা হইবে। কিন্তু যঈফ হাদীস আমল যোগ্য নয় বলা গোমরাহী। মুহাদ্দিসগণ যঈফ হাদীসের প্রতি আমল করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এ বিষয়ে আপনার বেশি বুঝিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। কেবল এতটুকু আপনার স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে যে, লা মাযহাবী – তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের যঈফ বলায় কোন প্রকার বিভ্রান্ত হইতে হইবেনা।

(ঙ) ওহাবী সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শাখা – দেওবন্দী সম্প্রদায় আপনার সমস্ত কাজকে শির্ক ও বেদয়াত বলিয়া থাকে। অথচ আপনি যে কাজগুলি করিতেছেন সেগুলি না শির্ক, না বেদয়াত। কথায় কথায় শির্ক ও বেদয়াত বলা বেদ্বীন দেওবন্দীদের রোগ হইয়া গিয়াছে। ইহারা শির্ক ও বেদয়াতের যে সংজ্ঞা দিয়া থাকে তাহাতে নিজেরা মুশরিক ও বেদয়াতী হইয়া যায়।

(চ) তাবলিগী জামায়াত দেওবন্দীদের শাখা এবং জামায়াতে ইসলামী আহলে হাদীসদের শাখা। অনুরূপ জমীয়তে উলামায় হিন্দ তাবলিগী জামায়াতের শাখা এবং এস, আই, ও জামায়াতে ইসলামীর শাখা। ইহারা প্রত্যেকেই মৌলিক বিষয়ে একে অপরের থেকে অভিন্ন। ইহারা যথা সময়ে এক হইয়া সুন্নীদের জন্য সর্বানাস ডাকিয়া আনিবে।

(ছ) দুনিয়ার পথে অসাবধান হইয়া চলিলে আপনার পা নিরাপদ থাকিবেনা। পদে পদে পায়ে কাঁটা ঢুকিয়া যাইবে। আর দ্বীনের পথে অসাবধান হইয়া চলিলে আপনার ঈমান ও আক্বীদাহ নিরাপদে থাকিবেনা। আপনার ঈমান ও আক্বীদাহ ঝাঁজরা হইয়া যাইবে দ্বীনের দুশমনদের দ্বারায়।

(জ) দেওবন্দী – তাবলিগী জামায়াত ও ইহাদের রাজনৈতিক দল জমীয়তে উলামায় হিন্দ এবং আহলে হাদীস – জামায়াতে ইসলামী ও ইহাদের ছাত্র শাখা এস, আই, ও, ইহারা প্রত্যেকেই আপনার দ্বীনের পথের কাঁটা। ইহাদের থেকে খুব সাবধান না হইতে পারিলে খুব ক্ষতির মধ্যে পড়িয়া যাইবেন।

(ঝ) লা মাযহাবী বা গায়ের মুকাল্লিদ – তথা কথিত আহলে হাদীস, বা সালাফী বা মোহাম্মাদী। ইহারা আপনাকে মুশরিক বলিয়া থাকে। কারণ, আপনি নিজেকে হানাফী বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। আপনি ইহাদের সম্পর্কে খোঁজ রাখেন না বলিয়া এখনো পর্যন্ত ইহাদের পিছনে নামাজ পর্যন্ত পড়িয়া চলিতেছেন। আমি যে কথা বলিয়াছি সেই কথার সত্যতা যাঁচাই করিবার জন্য আহলে হাদীসদের লেখা 'ফিকহে মোহাম্মাদী' কিতাবের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমটি কোন আলেমের কাছ থেকে অনুবাদ করিয়া জানিয়া নিবেন। আপনাকে ছোট কথায় বুঝাইবার জন্য এখানে সামান্য দৃষ্টান দিয়া সমাপ্ত করিয়া দিলাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্যথায় আমার ও আপনার নবীর সম্পর্কে, আমার ও আপনার মাযহাব সম্পর্কে, আমার ও আপনার তরীকা সম্পর্কে ইহারা যাহা বলিয়া রাখিয়াছে তাহা শুনিলে আপনার দাঁত আপনার জিহ্বাকে না কামড়াইয়া থামিতে পারিবেনা। এইগুলি জানিবার জন্য 'আশ শিহাবুস্ সাকিব' পড়িবার প্রয়োজন।

(ঞ) দেওবন্দী বা তাবলিগী জামায়াত বা জমীয়তে উলামায় হিন্দ। ইহারাও আপনাকে মুশরিক বলিয়া থাকে। কারণ, আপনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে হাজির ও নাজির বলিয়া থাকেন, তাঁহার ইল্মে গায়েব ছিল বলিয়া থাকেন ও 'ইয়া নবী' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। অবশ্য আমরা যে অর্থে নবীকে হাজির ও নাজির বলিয়া থাকি বা তাঁহার জন্য ইল্মে গায়েব মানিয়া থাকি ইত্যাদি সেগুলি সবই কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে। আর ইহারা আউলিয়া ও আম্বিয়ায় কিরামদের সম্পর্কে এবং বিশেষ করিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্পর্কে যে কথা বলিয়া রাখিয়াছে সেগুলি আপনি জানিলে আপনার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিবে। ইহাদের এই জঘন্য উক্তিগুলি তাকবীয়তুল ঈমান, তাহজীরুন্নাস, বারাহীনে ক্বাত্বিয়া ও হিফজুল ঈমান ইত্যাদি কিতাবগুলিতে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই গুলি ভলি করিয়া জানিবার ও শুনিবার জন্য আপনার অবসর কোথায়? আপনি তো কেবল দুই ঈদে আপনার আলেমের সহিত সাক্ষাত করিয়া থাকেন।

চালু করিয়া দিন

বর্তমানে কয়েকটি বিষয়ে সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে পার্থক্য হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে জিনিষগুলি করা সুন্নীদের আলামত বা চিহ্ন হইয়া গিয়াছে সেই জিনিষগুলি ব্যাপক ভাবে চালু করিবার দায়িত্ব সুন্নীদের। ওহাবী দেওবন্দীদের সহিত সুন্নীদের বহু মৌলিক মসলায় মতভেদ রহিয়াছে। অনুরূপ কিছু আমলী বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। এখন কিছু আমলী বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইতেছে যেগুলি সুন্নীগণ করিয়া থাকেন এবং ওহাবী দেওবন্দী প্রভৃতি বাতিল ফিরকাগুলি বিরোধীতা করিয়া থাকে। অবশ্য যে

বিষয়গুলির দিকে আলোকপাত করিব সেগুলি সবই শরীয়ত সম্মত। কিন্তু এখানে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইবেনা। দলীল সহ বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে আমার লেখা — 'সুন্নীয়াতের আলামত' পুস্তকটি পাঠ করিতে হইবে।

(১) মাগরিব ছাড়া সমস্ত ওয়াক্তে আজান ও জামায়াতের মাঝখানে 'সলাত' পাঠ চালু করিয়া দিন। ইহা জায়েজ। ফিকহের কিতাবগুলিতে এই মসলাকে 'তাসবীব' বলা হইয়া থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ মসজিদে ওহাবী দেওবন্দীরা জামায়াতের পূর্বে জামায়াতের সময় বলিয়া দিয়া থাকে। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি দরূদ সালাম পাঠ করিতে রাজি নয়। নিম্নের ভাষায় সলাত পাঠ করা উত্তম — ''আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ, আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া হাবীল্লাহ'' ইত্যাদি।

(২) তাকবীরের সময় অবশ্যই বসিয়া থাকিবেন। যতক্ষন পর্যন্ত 'হাইয়ালাস্ সলাহ' অথবা 'হাইয়া লাল ফালাহ' না বলিবে ততক্ষন পর্যন্ত দাঁড়াইবেন না। দাঁড়াইয়া তাকবীর শোনা মাকরূহ ও হাদীস বিরোধী কাজ। তাকবীরের আগে লাইন সোজা করিয়া নিবেন অথবা দাঁড়াইবার পর সোজা করিবেন। সুন্নীদের বিরোধীতা করিবার জন্য ওহাবী দেওবন্দীরা তাকবীরের শুরুতে দাঁড়াইয়া যায়।

(৩) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সালাম ফিরাইবার পর ইমাম সাহেব ডান দিক অথবা বাম দিকে ঘুরিয়া বসিবেন। তবে ডান দিকে ঘুরিয়া বসা উত্তম। এই ঘুরিয়া বসাই হইল হাদীস সম্মত কাজ। কিন্তু ওহাবী দেওবন্দীরা কেবল ফজর ও আসরে ঘুরিয়া থাকে।

(৪) সমস্ত ওয়াক্তের আজান মুখে হউক অথবা মাইকে হউক, মসজিদের বাহিরে দিবেন। এমন কি জুময়ার দিন খুতবার আজানও মসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। ওহাবী দেওবন্দীরা সমস্ত আজান মসজিদের ভিতরে দিয়া থাকে।

(৫) আজানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র নাম শুনিলে দুই বৃদ্ধ আঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলাইবেন। ইহা মুস্তাহাব। হাদীস পাকে ইহার প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। ইহার দুয়া — 'আনতা কুর্রাতু আঁয়নী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইয়া রাসুলাল্লাহ'! হাদীস সম্মত এই কাজটি ওহাবীরা ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়া থাকে।

(৬) দাফনের পর কবরের কাছে অবশ্যই আজান দিবেন। কেহ জুময়ার দিন ইন্তেকাল করিলেও আজান ত্যাগ করিবেন না। অনুরূপ একদিনের বাচ্চাও ইন্তেকাল করিলে তাহার দাফনের পর আজান দিয়া দিবেন। দাফনের পরে এই আজানে কেহ আপনাকে বাধা দিতে পারিবেনা। কারণ, আপনিতো আপনার নিকট আত্মীয়ের কবরের কাছে আজান পাঠ করিতেছেন। আরো জানিয়া রাখিবেন যে, সুন্নীয়াত কায়েম করিবার জন্য এই আজানে সব চাইতে বেশি বর্কাত পাইবেন।

(৭) প্রতিটি মসজিদে মীলাদ কিয়াম ব্যাপক ভাবে চালু করিয়া দিন। বিশেষ করিয়া ফজর ও জুমার নামাজের পর মাইক চালু করিয়া কিয়াম করিবেন। ইনশা আল্লাহ, ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামীদের থেকে আপনাদের মসজিদ পবিত্র হইয়া থাকিবে।

সালামে রেজা

কিয়ামে 'সালামে রেজা' পাঠ করিবেন। 'সালামে রেজা' এর একাংশ নিম্নে প্রদান করা হইল —

مصطفٰے جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام
شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام

شہر یارِ ارم تاجدارِ حرم
نوبہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام

شبِ اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود
نوشۂ بزمِ جنت پہ لاکھوں سلام

ربِ اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود
حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام

ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود
ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان
کانِ لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام

جنکے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا
اس جبینِ سعادت پہ لاکھوں سلام

جسکے سجدے کو محراب کعبہ جھکی
ان بھوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام

جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا
اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام

pdf By Syed Mostafa Sakib

شافعی ، مالک ، احمد، امام حنیف

چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام

غوث اعظم امام اتقی و التقی

جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام

غوث وخواجہ و رضا حامد و مصطفٰی

پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام

ڈالدی قلب میں عظمت مصطفٰی

سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام

کاش محشر میں جب انکی آمد ہو اور

بھیجیں سب انکی شوکت پہ لاکھوں سلام

مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا

مصطفٰے جان رحمت پہ لاکھوں سلام

উচ্চারণ ঃ —

মুস্ত্বফা জানে রহমাত পে লাখুঁ সালাম।
শাময়ে বয্মে হিদায়েত পে লাখুঁ সালাম।।
শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম
নও বাহারে শাফায়াত পে লাখুঁ সালাম।

শাবে আসরাকে দুলহা পে দায়েম দরূদ
নওশায়ে বযমে জান্নাত পে লাখুঁ সালাম।
রব্বি আ'লা কী নিয়মত পে আ'লা দরূদ
হক্ব তায়ালা কী মিন্নাত পে লাখুঁ সালাম।
হাম গরীবোঁ কে আক্বা পে বে হাদ দরূদ
হাম ফাক্বীরোঁ কী সার ওয়াত পে লাখুঁ সালাম।
দুর ও নযদীক কে সুন্নে ওয়ালে ওহ কান
কানে লায়ালে কারামত পে লাখুঁ সালাম।
জিনকে মাথে শাফায়াত কা সেহরা রাহা
উস্ জাবীনে সায়াদাত পে লাখুঁ সালাম।
জিস্কে সাজদে কো মেহরাবে কা'বা ঝুঁকী
উন ভুঁয়োঁ কী লাত্বাফাত পে লাখুঁ সালাম।
জিস তরফ উঠ গেঁই দম মে দম আগেয়া
উস নিগাহে ইনায়েত পে লাখুঁ সালাম।
শাফয়ী, মালিক, আহমাদ, ইমাম হানীফ
চার বাগে ইমামাত পে লাখুঁ সালাম।
গওসে আ'জম ইমামুত তুক্বা অন্নুক্বা
জালওয়ায় শানে কুদরত পে লাখুঁ সালাম।
গওস অ খাজা অ রেজা, হামিদ অ মুস্তফা
পাঞ্জে গাঞ্জে বিলায়েত পে লাখুঁ সালাম।
ডাল দী ক্বালব্ মে আজমাতে মুস্তফা
সাইয়াদী আ'লা হজরত পে লাখুঁ সালাম।
কাশ! মাহশার মে জাব উনকী আমাদ হো আওর
ভেজেঁ সাব উনকী শওকাত পে লাখুঁ সালাম।
মুঝসে খিদমত কে কুদ্সী কাহেঁ হ্যাঁ রেজা
মুস্তফা জানে রহমত পে লাখুঁ সালাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমার শেষ কথা

বর্তমানে ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা সাময়িক সুন্নী সাজিয়া সুন্নীদের মসজিদে ইমাম হইয়া যাইতেছে। প্রয়োজনে পয়সার বিনিময়ে মীলাদ কিয়াম পর্যন্ত করিয়া দিয়া থাকে। অল্প কিছু দিন থাকিবার পর কিছু মুসাল্লীকে হাত করিয়া তাহাদের কানে সুন্নীদের কাজগুলিকে শির্ক, বিদয়াত ইত্যাদি বলিয়া দিয়া তাহাদিগকে তাবলীগ মুখি করিয়া থাকে। তারপর ধীরে ধীরে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দিয়া থাকে। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া দক্ষিণ বঙ্গের ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলীর অবস্থা অত্যন্ত করুন করিয়া দিয়াছে। কারণ, এই জেলাগুলির অধিকাংশ মানুষেরা আসল সুন্নীয়াত সম্পর্কে আদৌ অবগত নহেন। ইহারা কেবল মীলাদে কিয়াম, গোল টুপী ও গোল জামা পরিধান করা, আখিরী জোহর পড়া ও আজানের পর হাত উঠাইয়া দুয়া করা ইত্যাদি কাজগুলিকে সুন্নীয়াত ধারনা করিয়া থাকেন। ফলে দেওবন্দী তাবলিগীরা ইহাদিগকে শিকার করিবার সুযোগ পাইয়া গিয়াছে। ইহারা গোল টুপী ও গোল জামা পরিধান করিয়া হাওড়া ও হুগলীর অধিকাংশ মসজিদ দখল করিয়া নিয়াছে। এমন কি উত্তর ২৪ পরগণার কয়েকটি মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ দেওবন্দী আলেমদের দ্বারায় মাদ্রাসা চালাইতেছেন। এই আলেমদের উপর কেবল এতটুকু শর্ত চাপাইয়া দিয়াছেন যে, গোল টুপী ও গোল জামা পরিধান করিতে হইবে। দেওবন্দী আলেমরা খুব মজা করিয়া গোল টুপী ও গোল জামা পরিয়া খাঁটি সুন্নী সাজিয়া সহজে সুন্দর ভাবে তাবলিগী জামায়াতের ময়দান সমান করিয়া চলিতেছে।

যেহেতু আপনি আমার সুন্নী ভাই। এই কারণে আমি আপনাকে একবার নয়, একশত বার বলিব যে, আপনি খুব যাঁচাই করিয়া ইমাম নির্বাচন করিবেন। আপনি আপনার কোন নির্ভর যোগ্য প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ করিয়া ইমাম নেওয়ার চেষ্টা করিবেন। তাহাহইলে আপনি অবশ্যই ঠকিয়া যাইবেন না। আর যদি এই ভাবে ইমাম নেওয়া সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহাহইলে কমপক্ষে আপনার হাতের বইটিতে সুন্নীয়াতের যে সমস্ত কাজের পরিচয় পাইয়াছেন সেই কাজগুলি সবই ইমামের উপর দায়িত্ব দিয়া দিবেন। যথা —

দাফনের পরে আজান, ফজরে ও জুমার পরে কিয়াম ইত্যাদি সবই ইমামের দ্বারায় করাইয়া নিবেন। ইহাতে অল্প দিনের মধ্যে তাহার আসল রূপ প্রকাশ হইয়া যাইবে।

যাহাতে সাধারণ মানুষ ধরিতে না পারে। এই কারণে 'তাবলিগী নেসাব' নামের মোটা বইটির নাম পরিবর্তন করিয়া 'ফাজায়েলে আ'মল' নাম রাখিয়া দিয়াছে। খবরদার! মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের এই বইটি না আপনার ইমামকে পড়িতে দিবেন, না মসজিদে রাখিতে দিবেন। আপনি আজই 'ফায়যানে সুন্নাত' নামক মোটা বইটি সংগ্রহ করিয়া মসজিদে দিয়া দিন। ইমাম সাহেবকে সকাল সন্ধায় সময় মত এই কিতাব খানা পড়িয়া শোনাইতে বলিবেন। আর আমার লেখা সমস্ত বই পুস্তক হাতে রাখিবার ও সুন্নী ভাইদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবেন। বিশেষ করিয়া তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য, সেই মহানায়ক কে? সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ, সলাতে মুস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা ইত্যাদি বইগুলি একান্তভাবে হাতে রাখিবার চেষ্টা করিবেন। ইন্‌শা আল্লাহ, আপনি কোন সময়ে গোমরাহ হইবেন না।

রব্বুল আলা'মীন আল্লাহর দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া যে, হঠাৎ তাহারই করুনায় হাতের সমস্ত কাজ বাদ দিয়া মাত্র দুই সপ্তাহ পূর্বে ১৭ই ডিসেম্বর, ১লা পৌষ, ৬ই জিলহাজ সোমবার সকালে শুরু করিয়া ছিলাম— 'দাফনের পরে' পুস্তকটি। আর আজ ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৭ অনুযায়ী ১৫ই পৌষ ১৪১৪, অনুযায়ী ২০শে জিলহাজ ১৪২৮ সোমবার সন্ধায় সমাপ্ত করিয়া দিলাম। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে খুব তড়ি ঘড়ির ভিতর দিয়া যে কাজটি করিলাম তাহাতে কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া যাওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। তাই আমার সুন্নী আলিম উলামা ও তালিব তুলাবাদের কাছে অনুরোধ করিতেছি, যদি তাঁহাদের নজরে কোন প্রকার বড় ধরণের ভুল ত্রুটি ধরা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে আমাকে জানাইলে কৃতজ্ঞ থাকিব।

— ঃ সমাপ্ত ঃ —

pdf By Syed Mostafa Sakib

জরুরী বিজ্ঞাপন

হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বালী; এই চারটি মাযহাবের সমষ্টিকে আহলে সুন্নাত বলা হইয়া থাকে। যাহারা এই চার মাযহাবের বাহিরে চালিয়া থাকে তাহারা শরীয়তের নজরে গোমরাহ্ – পথভ্রষ্ট। বর্তমানে জাকির নায়েক নামের নামকরা লোকটি হইলেন এই গোমরাহ্ সম্প্রদায়ের একজন অন্যতম ব্যক্তি। লোকটির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে টেলিভিশনের একটি চ্যানেল থেকে। ইতিপূর্বে গোমরাহ্ সম্প্রদায়ের লোকেরা পর্যন্ত তাহাকে চিনতনা। কিছু ব্যবসিক মানুষ তাহার কিছু বই পুস্তককে খুব ফলাও করিয়া বাজার গরম করিবার চেষ্টা করিতেছে। হানাফী ভাইগণ, খুব সাবধান! জাকির নায়েক হইলেন ওহাবী লামাযহাবী তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের একজন গোমরাহ্ লোক। তাহার কোন কথার প্রতি কর্ণপাত করা আদৌ উচিত নয়।

জরুরী বিজ্ঞাপন ঃ —

এই সেই বালাকোটের বলী সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী। প্রথমে সাইয়েদ সাহেবের টুপীর দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখুন! গোল, না লম্বা? নিশ্চয় গোল নয়, বরং লম্বা। আবার কোন্ লম্বা তাহাও দেখুন! যে লম্বা দেওবন্দীরা ব্যবহার করিয়া থাকে সে লম্বাও নয়, বরং সেই লম্বা যাহা আমাদের দেশের ওহাবী লা মাযহাবী — তথাকথিত আহলে হাদীস সালাফী মোহাম্মাদীরা ব্যবহার করিয়া থাকে। এইবার বলুন! যাহারা সাইয়েদ সিলসিলার ভক্ত হইয়া গোল টুপী ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং কাহার মাথায় গোল টুপী না থাকিলে মুখ মুচড়াইয়া থাকেন, তাহারা কি গোমরাহ নয়? যাইহোক, সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবীর বলী হইবার বৃত্তান্ত বিস্তারিত ভাবে জানিতে হইলে আমার লেখা — সেই মহানায়ক কে? পুস্তকটি অবশ্যই পাঠ করিবেন।

জাকির নায়েক

বর্তমানে গোমরাহীর সব চাইতে বড় মাধ্যম হইল টেলিভিশন। জাকির নায়েক নামের লোকটি টেলিভিশনের একটি চ্যানেল থেকে বহিঃপ্রকাশ হইয়াছে। লোকটি ভারতের কোন বিশ্বস্ত আলেমদের মধ্যে গন্য নহেন। আসলেই লোকটি হানাফী মাযহাবের মহাশত্রু ওহাবী লা মাযহাবী তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মানুষ।

বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় কিছু ব্যবসিক বই বিক্রেতাদের তৎপরতায় ও কিছু ওহাবী পত্র পত্রিকায় গোমরাহ লোকটিকে খুব ফলাও করিয়া দেখানো হইতেছে। ইহাতে হানাফী মাযহাব অবলম্বী মানুষদের বিভ্রান্ত হইবার কোন কারণ নাই।

আমি যতদুর অবগত হইয়াছি যে, জাকির নায়েকের বক্তব্য হইল — ইসলামে কোন মাযহাবের স্থান নাই। বরং এই মাযহাবগুলি হইল ইসলামের কলংক। কারণ, মাযহাবের নামে মুসলিম সমাজ ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত সমাধানের জন্য কুরয়ান ও হাদীস যথেষ্ট। কিন্তু আমরা বলিয়া থাকি যে, চার মাযহাবের মধ্যে যে কোন একটি মাযহাব অবলম্বন করতঃ কুরয়ান ও হাদীসের প্রতি আমল করা ফরজ। অন্যথায় গোমরাহী অনিবার্য। সরাসরি কুরয়ান ও হাদীস থেকে হাজার হাজার সমস্যার সমাধান করা কাহার পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি। যথা —

(১) যদি কোন মহিলার স্বামী শুকর হইয়া যায় অথবা পাথর হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই মহিলা কি করিবে?

(২) যদি কোন মানুষের দেহ লম্বালম্বী ভাবে অর্ধাংশ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জানাজার হুকুম কী?

(৩) কেহ যদি পিতলের বদলে তামা অথবা তামার বদলে পিতল ক্রয় করিতে চায়, তাহা হইলে কি প্রকারে করিতে হইবে?

(৪) কোন চোর যদি কাহার সোনার চেন কাড়িয়া নিয়া গিলিয়া ফেলে, তাহা হইলে এই চেন আদায় করিবার উপায় কী?

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫) অমুসলিম মহিলার পেটে মুসলমানের বাচ্চা থাকা অবস্থায় মরিয়া গেলে, যদি তাহার দাফন করা হইয়া থাকে, তবে কি প্রকারে দাফন করিতে হইবে?

(৬) যে ব্যক্তি কোন কিছুর মধ্যে চাপা পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে অথবা কুঁয়াতে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে কিন্তু বাহির করা সম্ভব হইতেছে না। অনুরূপ এক ব্যক্তি নদীতে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে কিন্তু তুলিয়া আনা সম্ভব হইতেছেনা। এখন ইহাদের জানাজার উপায় কী?

(৭) এক ব্যক্তি এক অয়াক্ত নামাজ কাজা করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু স্মরণ নাই যে, কোন্ অয়াক্তের নামাজ কাজা করিয়াছে। এখন এই ব্যক্তি কি প্রকারে নামাজ আদায় করিবে?

(৮) মরামুরগীর পেট থেকে ডিম পাওয়া গেলে তাহা খাওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

(৯) একজন কাফের ও একটা কুকুর পানির পিপাষায় ছটপট করিতেছে। এক ব্যক্তির কাছে সামান্য পানি রহিয়াছে, যাহা একজনের জন্য যথেষ্ট। এখন পানি কাফেরকে দিবে, না কুকুরকে দিবে?

(১০) একজন মহিলার প্রসব সম্পর্কে একজন পুরুষ সাক্ষ প্রদান করিয়াছে যে, আমি প্রসব হইতে দেখিয়াছি। আর এক ব্যক্তি সাক্ষ প্রদান করিয়াছে যে, হঠাৎ আমার নজর পড়িয়া যাওয়ায় আমি প্রসব হইতে দেখিয়াছি। ইহাদের সাক্ষ গ্রহন যোগ্য হইবে কিনা? — আমি দাবী করতঃ বলিতেছি, উল্লেখিত প্রশ্ন গুলির মধ্যে কোন একটির জবাব সরাসরি কেহ কুরয়ান ও হাদীস থেকে দিতে সক্ষম হইবে না। এইবার বিবেচনা করিয়া বলুন — যাহারা বলিয়া থাকে যে, কুরয়ান হাদীস যথেষ্ট। ইমাম মানিবার প্রয়োজন নাই, তাহারা গোমরাহ কিনা?

pdf By Syed Mostafa Sakib